আহ্‌মদী

সপ্তম বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৩৭ | চতুর্থ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونعوذبك من شرورهم

হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভো! আমরা দুর্ব্বল ও নিঃসহায়, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল—তোমা হইতেই চাই আমরা যাবতীয় শক্তি, যেন এই নশ্বর জগতের সর্ব্বপ্রকার ঝঞ্ঝা বায়ুর ভিতর দিয়াও তোমারই মহিমা জগতে বিঘোষিত করিতে পারি। আজ পৃথিবীর কোনে কোনে তোমারই প্রতিষ্ঠিত পবিত্র আহ্‌মদী সেলসেলার ধ্বংসের আয়োজন চলিতেছে এবং পূর্ব্ব জগতের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিতেছে। এযুগেও আমরা ফেরাউন ও কংশের লীলা দেখিতেছি! পূর্ব্বকার ইহুদীদের আচরণ ও কার্য্যকলাপ বর্ত্তমান জগতেও পুনঃ প্রসার লাভ করিতেছে—এই সকল কেবল দেখিতেই পাইতেছি না বরং স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলই আজ তোমার প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতার জ্যোতিঃ আঁধারে পরিণত করিতে সতত যত্নবান। এমন কোন্ উপায় আছে যাহা তাহারা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করে? তাই হে প্রভো! আজ তোমার দোয়ারে উপস্থিত আমরা—তুমিই আমাদিগকে বিরুদ্ধ-বাদীদের সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া কার্য্যে তৎপর থাকিতে ও সকল অবস্থায় তাহাদের সম্মুখীন হইয়া সত্য প্রচারে ব্রতী থাকিতে তৌফিক দাও! হে প্রভো আমাদের! তাহাদের অমানুষিক আচরণ, অত্যাচার ও দুরভিসন্ধিমূলক যাবতীয় ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা কর আমাদিগকে! অধর্ম্ম ও পাপের বীজ যাহা তাহারা বপন করিয়া আসিতেছে তাহা তুমি সমূলে ধ্বংস করিয়া দাও এবং এই ধরণীকে পাপ-মুক্ত কর! তোমারই কৃপায়, তোমারই দয়ায় আমরা তোমার প্রেরিত সত্য মাসিহ্‌ মাউদকে (আঃ) লাভ করিয়াছি ও গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এখনো এমন অসংখ্য লোক রহিয়াছে যাহারা এই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারে নাই; কারণ বিরুদ্ধবাদিগণ ষড়যন্ত্র ও অধর্ম্মের যে জাল বিস্তার করিয়াছে তাহা হইতে তাহারা পরিত্রান পাইবার সুযোগ পাইতেছে না। হে দয়াল প্রভো! তুমি তাহাদিগকে ঐরূপ কুমন্ত্রা ও কুপ্রভাব হইতে রক্ষা কর এবং তাহাদিগকে সত্যলাভে সাহায্য কর! ইতিপূর্ব্বে তোমারই শক্তিবলে শত্রুদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহারা ক্ষান্ত থাকিবার নহে, তাহারা নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে সতত ব্যস্ত। প্রভো! তুমি তাহাও ব্যর্থ করিয়া দাও, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপন কর এবং ভ্রান্ত জগতকে তোমার প্রেরিত হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতা গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার আশীষ লাভ করিতে সাহায্য কর,—আমীন!

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) আদেশ

(১)

তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদা সত্বর আদায় করুন

"কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনে এবং তাহ্‌রিকে জদীদের সম্পত্তি ক্রয় করার কার্য্যে তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদার টাকা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং কার্য্য স্থগিত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইয়াছে। এখনও বন্ধুগণের নিকট গত দুই বৎসরের প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বাকী রহিয়াছে। সেই টাকা তাহারা মাঁফ নেন নাই এবং আদায়ও করেন নাই। এ বৎসরের আমদানী নিতান্ত কম। তিন মাসে প্রায় বিশ হাজার টাকা মাত্র আসিয়াছে; অথচ ইতিমধ্যে চল্লিশ হাজারের অধিক টাকা আসা উচিত ছিল। বন্ধুগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এ বৎসর তাহারা নিজ মস্তকোপরি অসাধারণ বোঝা বরণ করিয়াছেন। এই বোঝা বহন করিবার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা ও অসাধারণ কোরবানী আবশ্যক। অতএব বিশেষ জোর দিয়া তাহ্‌রিকে জদীদের চাঁদা আদায় করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক জমাতের কর্ত্তব্য; এবং যাহারা চাঁদা দেওয়া ছাড়া, কাজ করিয়াও পুন্য অর্জ্জন করিতে চান এরূপ কর্ম্মীদিগকে অতিরিক্তভাবে নিযুক্ত করিয়াও ওসলের কার্য্য প্রসারিত করা উচিত। এই চাঁদা ওসলের ফলে সদর আঞ্জোমানের চাঁদার কোন ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়; বরং প্রকৃত কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া সমস্ত বোঝা জমাতের উত্তোলন করা উচিত, যেন আল্লাহ্‌তালার সাহায্য ও তাঁহার অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং ইসলাম-তরী সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।"

(২)

চৌদ্দ দিবস রোজা রাখুন

"বিগত কয়েক বৎসর আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিবস রোজা রাখিয়াছি। ফলে খোদাতা'লা আপন অনুগ্রহে কতিপয় বিপদ দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন বিপদ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাই এ বৎসর আমাদের প্রতি দুইটি দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। কতকটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ এবং কতকটা অবশিষ্ট আপদ দূরীভূত হওয়ার জন্য আমাদের রোজা রাখা উচিত। অতএব এ বৎসর আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সাত মাস ব্যাপিয়া প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার ও শেষ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার—এই রূপে চৌদ্দ দিবস আমরা রোজা রাখিব।"

রোজা ও জল্‌সা *

—:)*(:—

চৌদ্দ দিবস রোজা রাখুন ও ৩০শা মে তাহ্‌রিক জদীদ সম্পর্কে সভার অনুষ্ঠান করুন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর আমরা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখিয়াছি। ইহার ফলে আল্লাহ্‌তা'লা আপন অনুগ্রহে আমাদের কতিপয় বিপদ দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন বিপদ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং এ বৎসর আমাদের প্রতি দুইটি দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ, দ্বিতীয়তঃ, অবশিষ্ট বিপদ দূরীভূত হওয়ার জন্য আমাদের রোজা রাখা উচিত। তাই এবৎসর আমার প্রস্তাব এই যে, চল্লিশ বিয়াল্লিশ দিনের মধ্যে সাত দিবস রোজা রাখিবার পরিবর্ত্তে আমরা এরূপ পন্থা অবলম্বন করিব যাহা রসুল করীম (সাঃ) করিতেন, যথা,—তিনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখিতেন। তাহাতে রসুল করীমের (সাঃ) সুন্নতও একভাবে পালন হইবে এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ও দোয়ার জন্যও রোজা হইয়া যাইবে। **অতএব এবৎসর আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে,—এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাস মধ্যে প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে সোমবার এবং প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে বৃহস্পতিবার আমরা রোজা রাখিব।** এইরূপে চৌদ্দ রোজা পূর্ণ হইবে এবং প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা না হইলেও প্রত্যেক মাসের এক সোমবার ও এক বৃহস্পতিবার রোজা রাখা হইবে এবং আমাদের প্রার্থনা সাত মাস ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইবে। এই চৌদ্দ রোজার মধ্যে সাতটি রোজা খোদাতা'লা যে আপন অনুগ্রহে কতিপয় ফেৎনা বা আপদ বিদূরীত করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হইবে এবং অপর সাতটি এখনও যে সকল বিপদ বিদ্যমান আছে তাহা দূর করিবার জন্য এবং তাহার কুপ্রভাব হইতে জমাতকে রক্ষা করিবার জন্য রাখিতে হইবে।

যাহাদের চক্ষু আছে, যাহারা ঘটনাসমূহ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং যাহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, তাহারা জানেন যে আমাদের গত বৎসরের রোজার ফলে জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। মানব যদি ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনের ইতিহাস সম্মুখে রাখে এবং পুনরায় ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সনের ঘটনাবলীর প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহারা এই কয় বৎসরের মহা পরিবর্ত্তন দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা এই দুই বৎসরে এরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, আহ্‌মদীয়তের শত্রুদিগকে এরূপ ভাবে ধ্বংস করিয়াছেন, আহ্‌মদীয়তের উন্নতির জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক শত্রুদিগকে পরাভূত করিবার জন্য এরূপ অস্বাভাবিক নিদর্শনাদি প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহা অতি বিরল ও বিস্ময়কর। তবে এখনও আমাদের বিপদের অবসান হয় নাই। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের দোয়ার ফলে 'আহরারদের' ষড়যন্ত্র সমূলে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে তাহারা এখনও লম্ফ ঝম্ফ দিতেছে এবং তাহাদের কুবিশ্বাসের বিষাক্ত দন্তের প্রখরতা নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনো তাহা ভগ্ন হয় নাই। এই জন্যই তাহাদের কোন এজেণ্ট কোন কোন পত্রিকায় এই ঘোষণা করিয়াছে যে, আহরারগণ ভবিষ্যতে রাজনৈতিক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে এবং কেবল ধর্ম্ম কার্য্যেই নিজেদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখিবে। খুব সম্ভব ইহার কারণ এই যে, রাজনৈতিক বিষয়ে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে তাহারা এমন পরাভব স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা এখন এই ক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করে।

যাহা হউক, যখন তাহারা রাজনৈতিক ঝগড়া পরিত্যাগ করিয়া শুধু ধর্ম্ম বিষয়ক ঝগড়াতেই আত্ম নিয়োগ করিবে তখন

* হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীন খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ২রা এপ্রিল, ১৯৩৭ ইং তারিখের প্রদত্ত খোৎবার সার,—সঃ আঃ।

রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক উভয় শ্রেণীর লোকই তাহাদের সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবে। সুতরাং যদি তাহারা উপরোক্ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে তবে নিঃসন্দেহে তাহাদের পার্টি সবল হইবে। পূর্ব্বে তাহারা তাহাদের শক্তির কতকাংশ রাজনৈতিক বিষয়ে এবং কতকাংশ ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয় করিত, কিন্তু এখন তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ শক্তি একই দিকে নিবিষ্ট রাখিবে।

এখন কৃতকার্য্যতা লাভের মাত্র তৃতীয় উপায়টি বাকী আছে; তাহাও আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছি,—যেমন নুহ্ (আঃ) ও তাঁহার জাতিকে বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই যে, পার্থিব কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ কেবল 'পলিসী' (কার্য্যপদ্ধতি) নির্দ্ধারণ দ্বারাই হয় না বরং বিস্তারিত প্রোগ্রামও থাকা চাই এবং ক্ষতি বা অনিষ্টের যত পন্থা সম্ভব তৎসমুদয়ই চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা চাই।

কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য চতুর্থ প্রয়োজনীয় বিষয় যাহা খোদাতা'লা হজরত নুহ্ (আঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার জাতিকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এই,—'হঠাৎ আক্রমণ কর এবং মুহূর্ত্তের জন্যও অবসর দিও না। তৎপর দেখ, কে কৃতকার্য্য হয়।' হজরত নুহ্ (আঃ) তাঁহার জাতিকে যাহা বলিয়াছিলেন আমিও আহরারদিগকে তাহাই বলিতেছি। তাহারা যেন স্মরণ রাখে যে,—তাহারা ব্যক্তি বিশেষের অনিষ্ট করিতে পারিলেও এই সেল্‌সেলার কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। তাহাদের যাবতীয় ঐক্য, তাহাদের সকল 'পলিসী' এবং তাহাদের সমস্ত প্রোগ্রাম নিষ্ফল হইয়া যাইবে এবং তাহাদের অভিষ্ট বিন্দুমাত্রও সিদ্ধ হইবে না।

সম্ভবতঃ তাহারা প্রতিদ্বন্দিতার জন্য অন্য কোন পলিসী অবলম্বন করিবে। যদিও তাহাদের পার্টির পক্ষ হইতে তাহা প্রকাশিত হয় নাই তবু আমি তাহার আভাস পাইতেছি,—অর্থাৎ তাহারা আপাততঃ ধর্ম্মনৈতিক কলহ পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইবে। কংগ্রেসের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাহাদের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত; অবশ্য কর্ম্ম পদ্ধতিতে তাহাদের সহিত আমাদের প্রভেদ আছে। আমরা কংগ্রেস কর্ম্মীদের ত্যাগ ও কোরবানীও স্বীকার করি; **কিন্তু, তাহারা যেন আমাদিগকে ক্ষমা করেন—ধর্ম্ম বিষয়ে কাহারও খাতির করা যায় না।**

আহরারগণ যদি এই উপায়ও অবলম্বন করে এবং কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া আহ্‌মদীয়া জমাতকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পায়, তবে, ইহা উত্তম পলিসী হইবে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত যেমন আহরারদের মিলন কৃতকার্য্য হয় নাই সেইরূপ কংগ্রেসের সহিতও তাহাদের এই মিলন কৃতকার্য্য হইবে না। হয়ত তাহাদের মিলন ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কংগ্রেস তাহাদের স্বার্থ জানিতে পারিয়া তাহাদিগ হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, কিম্বা উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট যেমন আহরারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে তদ্রূপ কংগ্রেসের নিকটও তাহাদের এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া যাইবে যে, আহরারগণ এক অর্থলোভী সম্প্রদায় বই নয়, তাহারা কোন নীতি পালন করিয়া চলে না। তাহাদের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ব্যক্তিগত উন্নতি ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষী—এতদ্ব্যতীত তাহাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। কংগ্রেসের নিকট যখন এই সত্য প্রকাশিত হইয়া যাইবে তখন আহরারগণ কংগ্রেসের সহায়তা হইতেও তেমনি ভাবে বঞ্চিত হইবে যেমন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে হইয়াছে, কিন্তু এই সবই খোদাতা'লার হস্তে হইবে, মানবের হস্তে নয়। আমরা তাহাদের মোকাবেলা (প্রতিদ্বন্দিতা) করিতে অক্ষম। কেননা, এক জনের পক্ষে দুই, তিন বা দশ বিশ জনের মোকাবেলা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কয়েক লক্ষের পক্ষে কোটি কোটি লোকের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের পূর্ব্বকার প্রার্থনা কবুল করিয়া আমাদের প্রতি যে সকল মহা অনুগ্রহ বর্ষন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যেমন আমাদের কর্ত্তব্য তেমনি পুনরায় বিনয় ও নম্রতা সহকারে এই বলিয়া দোয়া করা উচিত যে,—হে খোদা! তোমার অনুগ্রহে আমাদের বহু বিপদ দূরীভূত হইয়াছে, কিন্তু এখনও গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ হইতে, বা সঙ্ঘবদ্ধ পার্টি ও বিভিন্ন লোক হইতে বহু বিপদ বাকী আছে। তুমি স্বয়ং আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, আমাদের কাতর নিবেদন শ্রবণ কর! তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান কর যাহাতে আমরা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতকে সমস্ত জগতে জয়যুক্ত করিতে পারি, এবং আমাদিগকে ইহা প্রচার করিবার শক্তি দাও! আমাদের জিহ্বায় প্রভাব এবং মস্তিষ্কে আলো প্রদান কর,

যেন আমরা ঐ সকল কথাই বলি, ভাবি এবং উপলব্ধি করি যদ্দারা দুনিয়াতে তোমার 'জালাল' (গৌরব) প্রকাশিত হয়। আমাদের হৃদয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি কর যেন আমরা তোমার প্রেম ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারি এবং তোমার সেই সকল বান্দাকে তোমার 'দীনের' দিকে আকর্ষণ করিতে পারি যাহারা তোমা হইতে বিমুখ হইয়া দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। হে খোদা, মেগ্‌নেটিক যেমন লৌহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তেমনি আমরাও যেন তোমার প্রেম ও তোমার বান্দাদিগকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করিতে পারি, এবং আমরা যেন সেই কেন্দ্র স্থল হইয়া যাই যাহাতে খোদা এবং দাস পরস্পর মিলিত হয়, এবং আমাদের হৃদয় যেন খোদা ও মানুষের প্রেমের আবাস স্থল হয়।

তদ্রূপ, বিগত কয়েক বৎসর আমাদের প্রতি খোদাতা'লার যে সমস্ত অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইলেও খোদাতালা যেহেতু মানবের সামান্য কৃতজ্ঞতাকেও কবুল করিয়া থাকেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আরো অধিক বরকত (আশীষ) বর্ষণ করেন, তাই তাঁহার এহ্‌সানাতের (অনুগ্রহ নিচয়ের) কৃতজ্ঞতা স্বরূপও সাত দিবস রোজা রাখা আমাদের উচিত। মোট কথা, এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমাদের জমাতের চৌদ্দটি রোজা রাখিতে হইবে।

রোজার নিয়মাবলী

আমার এই তাহ্‌রিক্‌ বহির্দ্দেশে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। তাই যে সকল জমাতে এই তাহ্‌রিক বিলম্বে পৌঁছিবে তাহাদের জন্য আমি এই ঘোষনা করিতেছি যে,—যে সপ্তাহেই তাহাদের নিকট এই সংবাদ পৌছে সেই সপ্তাহেরই সোমবার তাহারা প্রথম রোজা রাখিবেন এবং দ্বিতীয় রোজা মাসের শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাখিবেন। যদি কোনও স্থানে এই তাহরিক্‌ আরো বিলম্বে পৌঁছে তবে তথাকার জমাত এক রোজা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাখিবেন এবং পরবর্ত্তী মাসে দুই সোমবার রোজা রাখিবেন—অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহের সোমবার ও মধ্যম সপ্তাহের সোমবার; চতুর্থ রোজা তাহারা সাধারণ নিয়মানুযায়ী শেষ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারই রাখিবেন; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির নিকট এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের রোজা অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পৌঁছে, তবে তিনি মে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে প্রত্যেক সোমবার এবং শেষ দুই সপ্তাহে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোজা রাখিবেন। যদি কোন জমাতের নিকট দ্বিতীয় মাসেও সংবাদ না পৌঁছে, তবে তাহারা এই রোজাগুলি তৃতীয় মাসে ফেলিবেন। মোট কথা, অক্টোবর আমাদের রোজা রাখিবার শেষ মাস হইবে, এবং এই মাস মধ্যে আমাদিকে চৌদ্দ রোজা পূর্ণ করিতে হইবে এবং এই নিয়মে করিতে হইবে যেন সাতটি রোজা সোমবারে এবং অপর সাতটি বৃহস্পতিবারে হয়।

তাহ্‌রিকে জদীদ সম্বন্ধীয় জল্‌সা

অতঃপর আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে,—মে মাসের শেষ সপ্তাহে ৩০শে তারিখ যে রবিবার হইবে সেই দিবস প্রত্যেক জমাত নিজ নিজ স্থানে তাহ্‌রিক জদীদ সম্পর্কে জলসার অনুষ্ঠান করিবেন, এবং চেষ্টা করিবেন যেন এই জলসা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের জমাতসমূহ হইতে তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদার এক বৃহৎ অংশ আদায় হইয়া যায়।

দুঃখের বিষয় এবৎসর তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদা আদায়ে বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, যদিও গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর এই সময় পর্য্যন্ত দুই তিন হাজার টাকা অধিক আসিয়াছে—কারণ গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত খুব সম্ভব ৩১ হাজার টাকা আসিয়াছিল এবং এবৎসর ৩৪ হাজার টাকা আসিয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত টাকার হিসাবে ৪০ হাজারের অধিক আমদানী হওয়া উচিত ছিল, বরং যেহেতু আমি বিশেষ জোর দিয়া এই তাহ্‌রিক করিয়াছিলাম যে এবৎসর প্রথম মাসে তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদা অধিক ব্যয় হইবে এবং যেহেতু অধিকাংশ জমাত এই প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিল যে তাহারা নিজ নিজ প্রতিশ্রুত টাকা মে মাস পর্য্যন্ত আদায় করিয়া দিবে, অতএব প্রতিশ্রুত টাকার তুলনায় এই সময় পর্য্যন্ত ৬০ হাজার টাকা আসা উচিত ছিল।

পূর্ব্বেও আমি বলিয়াছি যে বহির্দ্দেশীয় তবলীগ এবং সাময়িক তবলীগের কার্য্যের জন্য সদর আঞ্জোমান আহমদীয়ার বজেটে খরচের যে অভাব হয়—অফিসের খরচ অধিক হওয়াতে টুরের জন্য কম টাকাই বাঁচে—সেই অভাব আমি স্থাবর সম্পত্তির সাহায্যে পূর্ণ করিতে চাই। সুতরাং আমি সদর আঞ্জোমান আহমদীয়ার নামে বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের

জন্যও বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। অতএব আমি এবিষয়ে বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে, যাহারা এই তাহরিকে টাকা দিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহারা আপন আপন প্রতিশ্রুতি বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত পূর্ণ করিয়া দিন, **কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে সদর আঞ্জোমনের স্থায়ী চাঁদায় শিথিলতা করিয়া এই দিকে মনোনিবেশ করা হইবে।** সদর আঞ্জোমনের চাঁদা 'ওয়াজেব' এবং তাহ্‌রিকে জদীদের চাঁদা 'নফল'। যদিও 'নফল' পূর্ণ করার জন্যও মানুষের মহা দায়িত্ব আছে, এবং খোদাতা'লা বলেন, তোমরা স্বেচ্ছায় নিজের উপর যে বোঝা বরণ করিয়াছ তাহা বহন কর না কেন—তথাপি এই চাঁদার জন্য সদর আঞ্জোমনের চাঁদায় শৈথিল্য করা উচিত হইবে না।

এই জলসায় তাহ্‌রিক জদীদের সমস্ত শাখা ও সমস্ত মোতালেবা (আহ্বান) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হইবে এবং বন্ধুগণের মধ্যে তৎপরতা ও জাগরণ সৃষ্টি করিতে হইবে। সরল জীবন যাপন, আমানত ফণ্ডে টাকা জমা রাখা, কাদীয়ানে গৃহ নির্ম্মান, বিবাহাদির ব্যয় সঙ্কোচ, বেকারী হইতে বাঁচিয়া থাকা, ছোট বড় সকল কাজই নিজ হস্তে করা এবং জীবন ওয়াক্‌ফ্‌ করা ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে; ভিন্ন দেশে বহির্গত হইবার তাহ্‌রিকের গুরুত্বও ব্যক্ত করিতে হইবে এবং দোয়া করিবার জন্যও তাগিদ করিতে হইবে। মোট কথা, তাহ্‌রিক জদীদের প্রত্যেক অংশের প্রতিই জমাতের বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে। যাহারা এখ্‌লাস্‌ রাখেন তাহাদের উচিত যে অদ্য হইতেই তাহরিক জদীদ সংক্রান্ত আমার বিগত সমস্ত খোৎবা বাহির করিয়া নিজ সম্মুখে রাখেন এবং ইহাদের সার মর্ম্ম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বন্ধুগণের নিকট পৌছাইতে আরম্ভ করেন এবং এখন হইতেই তাহরিক করিতে থাকেন যেন জলসার দিবস আসিতে আসিতে জমাতের নিদ্রিত ভ্রাতাগণও জাগ্রত হইয়া তাহ্‌রিক জদীদের আহ্বান সমূহে কার্য্যতঃ যোগদান করিতে প্রস্তুত হন।

অতঃপর যেহেতু এবৎসর তাহ্‌রিক জদীদের তৃতীয় বর্ষ শেষ হইয়া যাইতেছে, অতএব আল্লাহতায়ালার নিকট আমাদের এই দোয়াও করা উচিত যেন তিনি আমাদের তিন বৎসরের কোরবানী কবুল করিয়া আমাদিগকে আপন অনুগ্রহে আরো কোরবানী করিবার তৌফিক দেন। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে আকায়েদ বা ধর্ম্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া আমরা আল্লাহতালার ফজলে আমাদের কঠোর বিরুদ্ধাচরণকারীদিগকেও আমাদের মতবাদ স্বীকার করাইয়াছি এবং আমাদের শত্রুগণও ক্রমে ক্রমে আমাদের আকায়েদই অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু আমাদের 'আমল' বা কর্ম্মের দিক এখনো দুর্ব্বল। অতএব আল্লাহ্‌তালার নিকট এই দোয়াও করিতে হইবে যেন আল্লাহ্‌তা'লা আপন ফজলে আমাদিগকে এমন তৌফিক দেন **যেন আমরা আমল বা কর্ম্মের দিক দিয়াও জগতের আদর্শ হইতে পারি এবং সমস্ত জগতে ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারি যে যাবতীয় ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই কার্য্যে পরিণত করিবার যোগ্য;** কিন্তু ইহা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা নিজ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি। কেবল বক্তৃতায় কোন ফল হয় না। কোন ব্যক্তি যদি ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, কিন্তু সে নিজে বা তাহার প্রতিবেশী পাশ্চাত্য প্রভাব বা পাশ্চাত্য ভাব ধারায় ভাসিয়া যায়, তবে তাহার বক্তৃতায় কোন ফল উৎপাদিত হইবে না, বরং তাহার সমস্ত চেষ্টা নিস্ফল হইবে। সেই চেষ্টাই সফল হয় যাহা কার্য্যতঃ করা হয়; কেননা তাহা অপরের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং শত্রুও ইসলামের শিক্ষার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

সুতরাং দোয়া করিবার কালে এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, এবং স্মরণ রাখিও যে ধর্ম্মের কাজে কোন পদবিক্ষেপ এরূপ হইতে পারে না যাহা তিন বৎসর পর ভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইত মাত্র প্রথম পদবিক্ষেপ হইয়াছে এবং প্রথম সিড়িতে পদ স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো পদক্ষেপ এবং আড়ো সিড়ি আছে। কোন 'দীনী' তাহরিক এরূপ হইতে পারে না যাহা তিন বৎসর পর শেষ হইয়া যায়। হাঁ, ইহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। কখনো বা সেই অংশের প্রতি অধিক জোর দেওয়া হয় যাহার প্রতি পূর্ব্বে কম জোর দেওয়া হইত; কখনো ঐ অংশের প্রতি কম জোর দেওয়া হয় যাহার প্রতি পূর্ব্বে অধিক জোর দেওয়া হইত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশের প্রতি জোর দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ **দীনের উন্নতির জন্য মোমেনের প্রচেষ্টা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইতে পারে না.** বরং দীনের উন্নতির প্রচেষ্টা কোন জাতির মৃত্যুতেও নিঃশেষ হইতে পারে না। কেননা, যদি কোন জাতি ধর্ম্ম এবং জগতের সংস্কারের প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া মরিয়া যায়, তবে খোদাতা'লা এই জাতির কবরের উপর অপর এক জাতিরূপ বৃক্ষ উদ্ভূত করিবেন যাহা নূতন ভাবে নূতন উদ্যমে এই কার্য্যে ব্রতী হইবে। এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মই প্রচলিত থাকিবে।

তাহরিক জদীদের ১৯টি আহ্বান

১। সরল জীবন যাপন কর :—

তিন বৎসরের জন্য—(ক) ভোজনে এক তরকারী ব্যবহার কর (খ) অতিরিক্ত কাপড় প্রস্তুত বা খরিদ করিও না (গ) নূতন গহনা প্রস্তুত বা খরিদ করিও না। (ঘ) লেস্ ফিতা ইত্যাদি ব্যবহার করিও না। (ঙ) থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদি তামাসা বর্জ্জন কর। (চ) বিবাহাদির ব্যয় সঙ্কোচ কর।

২। আমানত ফণ্ডে আয়ের ১/৫ অংশ হইতে ১/৩ অংশ জমা কর। (এই ১/৫, ১/৪ বা ১/৩ অংশ হইতে সেলসেলার যাবতীয় চাঁদা, ছদ্‌কা খয়রাত ও সেলসেলার পত্রিকাদির মূল্য, দারুল-আন্‌ওয়ারের চাঁদা ইত্যাদি বাদ গিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই জমা রাখিতে হইবে)।

৩। পাল্টা জবাব বা বিরুদ্ধ বাদীদের মিথ্যা প্রপেগেণ্ডার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তিকাদি প্রকাশ করিবার জন্য চাঁদা প্রদান কর।

৪। বহির্দ্দেশে প্রচার কার্য্য প্রসারের জন্য চাঁদা প্রদান ও স্বেচ্ছা সেবক পেশ কর।

৫। স্কীম খাছ বা বিশেষ পরিকল্পনার জন্য চাঁদা দান কর।

৬। তবলীগী সার্ভের জন্য চাঁদা ও কর্ম্মী পেশ কর।

নোট—৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ দফায় অন্ততঃ পাঁচ টাকার নিম্নে কোন চাঁদা গ্রহণ করা হয় না। অন্ততঃ পাঁচ টাকা বা তদূর্দ্ধে দশ বিশ, যে যাহা পারেন দিতে পারেন।

৭। প্রাপ্য ছুটি লইয়া তাহা তবলীগ কার্য্যের জন্য উৎসর্গ কর।

৮। তিন বৎসরের জন্য সেল্‌সেলার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ কর।

৯। চাকুরীয়াদের ছুটির কাল এবং ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদের অবসর কাল তবলীগ কার্য্যের জন্য উৎসর্গ কর।

১০। লেকচার দেওয়ার জন্য নিজকে পেশ কর।

১১। রিজার্ভ ফাণ্ড সংগ্রহ কর। (ইহা কেবল গয়ের আহমদী মোসলমান বা অমোসলমান ভ্রাতাগণ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে)।

১২। পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সেল্‌সেলার খেদমতের জন্য নিজকে পেশ কর।

১৩। সন্তান সন্ততিকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান প্রেরণ কর।

১৪। সন্তানের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে নিযুক্ত কমিটির পরামর্শ গ্রহণ কর।

১৫। বেকারী দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাটি হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা কর।

১৬। নিজ হস্তে কাজ কর।

১৭। বেকারী দূর করিবার জন্য বিদেশে যাইতে না পারিলে দেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও।

১৮। জমাতের কেন্দ্রকে সবল করিবার জন্য সক্ষম ব্যক্তিগণ কাদিয়ান বাটি প্রস্তুত কর।

১৯। জমাতে নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং তাহরিক জদীদের কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া কর।

UNIQUE OPPORTUNITY FOR READERS OF RELIGIOUS PERIODICALS.

আহ্‌মদী—বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা

The Sunrise—A High Class Weekly, published from Lahore, devoted to religious, political, and social interests of the country. Annual Subscription Rs. 4/-, For students Rs. 3/-

The Review of Religions—A High Class Monthly Magazine devoted to the study and criticism of all religions of the world and the true exposition of Islam. Annual Subscription Rs. 4/-

A limitted number of the above periodicals are offered by the Bengal Provincial Ahmadiyya Association at the concession rate of Re. 1/8- each per annum.

Apply immediately to the General Secretary, at 15 Bakshibazar Road, Dacca.

ধর্ম্মই নৈতিক ও ঐহিক উন্নতি লাভের উপায় *

প্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বনে মনুষ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও লাভ করিতে পারে

ইস্‌লাম ধর্ম্ম আল্লাহ্‌তা'লা সকল মানব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনোনীত করিয়াছেন। ধর্ম্ম, নীতি এবং মানবের দৈহিক প্রয়োজনাদির মধ্যে এমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যখন আমরা নিম্নদিক হইতে অর্থাৎ দৈহিক প্রয়োজনাদি হইতে উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ নীতি ও ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করি, তখন বাহ্যিকভাবে সকলই জড়ের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং যখন উপর হইতে নিম্নদিকে অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে 'জড়ের দিকে' আসি, তখন বাহ্য-দৃষ্টিতে সকল বিষয়ই ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অভিমত

এই নিমিত্ত যাহারা জড় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ধর্ম্মের যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে জড়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা সবই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এমন কি তাহারা সামান্য সামান্য জাগতিক বিষয়ও ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

ভারতবর্ষের ও ইয়ুরোপের চিন্তাধারায় ইহাই বিশেষ প্রভেদ। ভারতবাসীরা কি নৈতিক, কি ঐহিক, সকল বিষয়ই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চান এবং ইউরোপীয়গণ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়কেও জড়-জগতের অংশ বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা 'এলহাম' বা ঐশীবাণীকে মানবীয় ক্রিয়া মনে করেন। নীতি সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত এই যে তদ্দ্বারা পার্থিব উপকার হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহাদের মত এই যে অশিক্ষিত নিম্নস্তরের লোকেরা অপরাধ, শান্তিভঙ্গ, বিদ্রোহাচরণ ইত্যাদি হইতে ধর্ম্মের নামে রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে, ভারতবাসীদিগকে, বিশেষতঃ মোসলমানদিগকে দেখা যায়, তাঁহারা সবই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিবার ভাবনায় আছেন। নামাজ রোজা হইতে আরম্ভ করিয়া নীতি ও সর্ব্বপ্রকার পার্থিব বিষয়াদি, যথা কোন আঞ্জোমন গঠন বা সম্মিলনীর অনুষ্ঠানকে তাহারা ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন এবং তাহাতে কেহ যোগদান না করিলে তাহাকে 'কাফের', 'মুরতাদ' সাব্যস্ত করিবেন। এই ব্যাপার ক্রমে ক্রমে ভীষণভাবে সীমাতিক্রম করিয়াছে। এমন কি সামান্য সামান্য ঐহিক ও নৈতিক বিষয়কেও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের ভ্রম

উভয় জাতির মত-বিরোধ হইতে বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম ও জড় উভয়ই একই শৃঙ্খলের গ্রন্থি মাত্র এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ইহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে মানুষ ইহাদের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এক সম্প্রদায় সকল বস্তুই জড়ের অধীন প্রতিপন্ন করেন এবং অন্য সম্প্রদায় সকলই আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি এই উভয় সম্প্রদায়কেই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

রসুল করীমের (আঃ) আদর্শ

রসুল করীমের (আঃ) জীবনে উভয় দিকই দৃষ্টি-গোচর হয়। পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি বিশ্বের জড়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক দিয়াই সংস্কারক। তাঁহার পূত পবিত্র জীবনে সকলেরই সমাবেশ রহিয়াছে। তিনি একদিকে শিক্ষা দিয়াছেন,

الدعاء مخ العبادة

অর্থাৎ 'প্রার্থনাই উপাসনা বা ধর্ম্মের সার।' আল্লাহ্‌তা'লা এবং বান্দার মধ্যে দোয়া বা প্রার্থনার সম্বন্ধ শিশু ও মাতার সম্বন্ধের ন্যায়। দোয়া অর্থ 'আহ্বান'। কেহ তখনই কাহাকে ডাকে, যখন সে নিশ্চিতভাবে জানে যে সে তাহার সাহায্য পাইবে, নতুবা কে তাহার শত্রুকে সাহায্য চাহিয়া ডাকে?

'দোয়া'র মধ্যে তিনটি জিনিষ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, মনে মনে নিশ্চিত প্রত্যয় থাকা আবশ্যক যে তাহার প্রার্থনা 'কবুল'

* হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহর (আউয়েদাহুল্লাহু-তা'লা) প্রদত্ত জুমার খোৎবার সার মৌলবী আবু হামীদ মোহম্মদ আলী আন্‌ওয়ার সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল—সঃ, আঃ।

বা মঞ্জুর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার এই ভরসা থাকা প্রয়োজন যে, যাঁহাকে সে ডাকিতেছি, তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে সক্ষম। তৃতীয় জিনিষ স্বাভাবিক আকর্ষণ। প্রথম দুইটি যৌক্তিক বিষয়। তৃতীয়টি স্বভাবিক "প্রেম"। ইহা অন্য সকল দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া প্রেমময়ের দিকে নিয়া যায়। শিশু-মাতৃ সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য কর। মাতার সহিত শিশুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ। মা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন বা না-ই পারেন, শিশু তাঁহাকে ডাকিবেই। সমুদ্রগর্ভে নিমগ্নপ্রায় সন্তান, যদিও জানে যে তাহার মা সন্তরণ জানে না, তথাপি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকেই আহ্বান করিবে, অন্য কাহাকেও ডাকিবে না। ইহা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এসম্পর্কেই নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

الدعاء مخ العبادة

প্রার্থনাই উপাসনা বা ধর্ম্মের সার। দোয়া ব্যতীত মানুষের ইমান পূর্ণতা লাভ করে না। রসুল করীম (সাঃ) বান্দা (ভক্ত) ও আল্লাহতা'লার মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধকে শিশু-মাতৃ সম্বন্ধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ যখন বান্দার উপর কোন দুঃখ বিপদ আসে তখনই সে কেবল আল্লাহ্‌তা'লারই শরণ লয়।

নৈতিক জীবনে আদর্শ

আমরা দেখিতে পাই আঁ-হজরতের (সাঃ) জীবনে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক আছে, যাহা অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিও দেখিতে পায় না। দৃষ্টান্তস্থলে, স্ত্রীগণের ব্যাপারেই তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে, তাঁহার কোন স্ত্রী জল পান করিলে তিনি জল পাত্রের সেই স্থানে মুখ সংলগ্ন করিয়া পান করিতেন যেস্থানে মুখ রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পান করিতেন। ইহা কত সামান্য বিষয়; কিন্তু ইহা কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব। মানব প্রেম বড় বড় বিষয়ে নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রকাশ পায়। বড় বড় নৈতিক বিষয়েও তিনি এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে, মনে হয় তিনি যেন আজীবন নৈতিক গবেষণায়ই কালাতিপাত করিয়াছেন। মানবের পরস্পর সম্বন্ধ, আত্মীয়দের পরস্পর সম্বন্ধ, মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিস্তৃত কথা—যথা, মিথ্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, কুধারণা ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার উপায় প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার শিক্ষা বর্ত্তমান আছে। এমন কোন বিষয় নাই, যাহা উল্লেখ করা হয় নাই; বরং স্বীয় জীবনে তিনি এমন পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন যে কেহও যদি সহস্র জীবন প্রাপ্ত হয়, তথাপি সেই পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

জড় জীবনে আদর্শ

আমরা দেখিতে পাই রসুল করীমের (সাঃ) জীবনে জড় বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধেও শিক্ষা রহিয়াছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত কর, জল পরিষ্কার রাখ, প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ কর, প্রভৃতি আদেশে তাঁহার শিক্ষা পূর্ণ। কাজেই জড়ের দিক দিয়াও তাঁহার শিক্ষা এমন পূর্ণ যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সকল প্রয়োজনীয় জড় বিষয়ই,—কি রাজ-নীতি, কি সভ্যতা, কি বাণিজ্য, কি শিল্প সকলই রসুল করীম (সাঃ) স্ব স্ব স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসুল করীম (সাঃ) এযুগের লোকদের ন্যায় সকলই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে, তাঁহার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কতিপয় লোক কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তিনি নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ খর্জ্জুর পল্লবগুলি সংমিশ্রণ করিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্রূপ না করিলে কি ক্ষতি হইবে? ইহাতে তাহারা সে কার্য্য হইতে বিরত রহিল। পর বৎসর ফসল খুব কম হইল। তিনি সেই বৃক্ষগুলি দেখিয়া ফল কম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র রসুল, আপনিই তাহা বলিয়াছিলেন।' রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, 'আমি আদেশ করি নাই। আপনারা জাগতিক বিষয় আমার চেয়ে ভাল বুঝেন।'

ওলামা ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতভেদ

অন্য কথায় রসুল করীম (সাঃ) জড়কে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু আজকালকার মৌলবিগণ কি করেন? তাহাদের মুখ হইতে অসম্ভব কথা বাহির হইলেও তাহা অমান্য করিলে ইসলামের গণ্ডি হইতে বহির্ভূত, 'কাফের' এবং 'মুরতাদ' হওয়ার প্রশ্ন উঠে।

অন্য দিকে পাশ্চাত্যদল ধর্ম্মে আস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করে না। তাহাদের নিকট ধর্ম্মের শিক্ষার বা নৈতিকতার কোন সম্মান নাই। তাহারা সকলই জড়ের অধীন মনে করে। এমন কি তাহাদের দার্শনিকেরা বলেন, প্রশ্ন এই নয় যে, খোদা কিরূপে জগত সৃষ্টি করিলেন, বরং প্রশ্ন এই যে, মানুষ খোদাকে কিরূপে সৃষ্টি করিল। তাহাদের মতে খোদার প্রশ্ন মানবজাতির ক্রম বিকাশের ফল; তাহাদের মতে মানুষ আপনার জন্য একটি উত্তম আদর্শ অনুসন্ধান করিতে চাহিল। যখন আপনার মধ্যে কোন ভাল আদর্শের সন্ধান পাইল না, তখন

মানবজাতির বহির্ভূত একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিল। মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা তেমন সফল হইয়াছিল না, কিন্তু যতই অধিক সে চিন্তা করিতে থাকিল, ততই উন্নতি করিতে লাগিল। পরিশেষে সে একটি পূর্ণ-চিত্র অঙ্কন করিল। ইহারই নাম খোদা। সকলেই এই খোদার আদেশ মান্য করে, অর্থাৎ ইহার অনুকরণ করে। ইহার অনুকরণ ছাড়া মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

তাহারা বলিয়া থাকেন, যে তাহারাও খোদাতা'লাকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করেন ; কিন্তু ইহা এনিমিত্ত নয় যে খোদা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং ইহার কারণ এই যে মানুষ পরিশেষে একজন পূর্ণ অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহারা খোদাকেও জড়ের অঙ্গীভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় মৌলবিগণ সকল বস্তুই, এমন কি সংবাদ-পত্রের সোসাইটি এবং সভাসমিতিকেও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু এভাবে না জাগতিক সংস্কার হইতে পারে, না ধর্ম্মের সংস্কার। যে সম্প্রদায় জড়কে আধ্যাত্মিকতার অধীন করিয়াছে, তাহারা বলে যে নামাজ পড়িলে দুনিয়ার লাভ হয়। অন্য পক্ষ বলে, জগতে অর্থোপার্জ্জন, খাওয়া এবং খাওয়ান খোদা প্রাপ্তির উপায়। ইহারা ধর্ম্মকে কাল্পনিক মনে করে এবং জাগতিক বিষয়ের জন্য আধ্যাতিকতা বলিদান করে।

প্রকৃত সত্য

ইহারা উভয়েই-আত্ম-প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চক। প্রকৃত সত্য রসুল করীম (আঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয় বা জড় ও ধর্ম্ম উভয়ই স্বতন্ত্র এবং উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ইহাদিগকে একত্র করা ঠিক নয়। তিনি বলিয়াছেন, "অবশ্য আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক, কিন্তু তোমার নিজেরও তোমার উপর দাবী আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর দাবী আছে এবং তোমার প্রতিবেশীরও তোমার উপর দাবী আছে।"

ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولجارک علیک حق

সুতরাং, আমাদিগকে তিন প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। (১) প্রথম,—'দোয়া' ও 'এবাদত' (প্রার্থনা ও উপাসনা) (২) দ্বিতীয়,—মনের উপর কর্ত্তৃত্বলাভ, প্রবৃত্তি দমন এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা। (৩) তৃতীয়,—মুজুরী ও ব্যবসায়ে সততা অবলম্বন, জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা। কাজেই সকল জিনিষেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রত্যেকেরই বিভাগ স্বতন্ত্র। কেহ একটি অন্যটির সঙ্গে সংযোগ করিলে, কিম্বা অগ্রপশ্চাৎ করিলে ভ্রম করিবে। ইয়ুরোপ আধ্যাত্মিক বিষয়কে জাগতিক ব্যাপারের অধীন করিয়া জাগতিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার বিপরীত ভারতবর্ষ ধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়া ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি একথা বলিতে পারি না। কারণ ভারতবর্ষ খোদার ধর্ম্মকে প্রাধান্য দেয় নাই, বরং স্বীয় 'প্রবৃত্তির তাড়না সকলের' নাম ধর্ম্ম রাখিয়াছে। **এজন্য ভারতবাসী ধর্ম্মও পায় নাই এবং দুনিয়াও পায় নাই**। এ হিসাবে ইয়ুরোপের মর্য্যাদা অধিক। তাহারা কিছু ত প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা অগ্রগণ্য করিয়াছিল তাহা লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী যাহা অগ্রগণ্য করিয়াছিল তাহা পায় নাই।

নবীর আবশ্যকতা

এই অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ত'লার মামুর বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হন। তাঁহারা লোকদিগকে যথাযথ পথ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মকে ধর্ম্মের স্থান, নীতিকে নীতির স্থান এবং জড় বস্তুকে জড় বস্তুর স্থান প্রদান করেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে তাঁহারা 'আধ্যাত্মিকতার বার্ত্তা নিয়া আসেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও জাগতিক বিষয় এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনে নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে পার্থিব উন্নতি অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহার 'বিপরীত' কথা ঠিক নয়। যাহার পার্থিব অবস্থা ভাল, তাহার নৈতিক অবস্থাও ভাল এবং যাহার নৈতিক অবস্থা ভাল তাহার ধর্ম্মও ঠিক, ইহা অপরিহার্য্য নয়। কারণ, খোদার ইচ্ছা মানুষকে আপনার দিকে আনয়ন। সুতরাং, তিনি নৈতিক উৎকর্ষতা এবং ঐহিক উন্নতি ধর্ম্মের অধীন করিয়াছেন, যেন তাঁহার প্রতি কেহ মনোনিবেশ করিলে সে অবশিষ্ট সব কিছু আপনাপনি লাভ করিতে পারে। খোদাতা'লা বলেন, 'কামেল' (পূর্ণ) মোমেন সকল প্রকার উন্নতি লাভ করে, কিন্তু পূর্ণ-দুনিয়াদার সম্বন্ধে বলেন, :— ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا

"তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টাই পার্থিব বিষয়েই বিনষ্ট হয়।" অন্য কথায় উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণের জন্য সিঁড়ি আছে, কিন্তু নিম্ন হইতে উর্দ্ধ গমনের সিঁড়ি নাই।

ত্রিবিধ উন্নতি ও সাহাবা (রাঃ)

সুতরাং, বুঝা গেল, জগতে এই তিনটি বিষয়ই লাভের জন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, কিন্তু একটি উপায় সকলের মধ্যে

সাধরণ। ইহা খোদাতা'লার সহিত 'কামেল' বা পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন। নৈতিক উৎকর্ষতার জন্য প্রচেষ্টা করিলে নৈতিক উন্নতি লাভ হইবে। জড় পদার্থের বা পার্থিব বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিলে পার্থিব উন্নতি লাভ হইবে। প্রত্যেক প্রচেষ্টার ফলই এক একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আধ্যাতিক উন্নতি লাভ করিলে সব কিছুই পাওয়া যায়। সাহাবাগণ (রাঃ) ইমান আনয়ন কালে 'রাস্তা প্রশস্ত রাখিব' 'পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বয়েৎ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বয়েত গ্রহণ কালে "লাইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদ রসুলল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ই প্রকৃত উপাস্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল" এই পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিতেন। ইহাতেই তাঁহাদের নৈতিক অবস্থা সংস্কৃত হইত। যথার্থ নৈতিক উৎকর্ষতার ফলে অপরিহার্য্য ক্রমে পার্থিব উন্নতিও লাভ হইত। তখন মোসলমানের মুখোচ্চারিত বাক্য জগৎ ব্যর্থ করিতে পারিত না, কারণ তাঁহারা সত্য বলিতেন। ব্যবসা বানিজ্যে সততা দেখিয়া জগৎ মোসলমানকেই বানিজ্য বিষয় অর্পন করিত। প্রজাদের প্রতি সুবিচার দেখিয়া তখনকার প্রজাগণ তাঁহাদিগকেই রাজ্যভার অর্পন করিতে চাহিত।

হজরত ওমরের (রাঃ) কালে একটি ঘটনা হয়। এক সময় সিরিয়া হইতে সৈন্য অপসারিত করিতে হইয়াছিল; কারণ রোমান সৈন্য বহু ছিল, কিন্তু সিরিয়াবাসিগণ রোদন করিতে লাগিল। তাহারা সাহায্য করিবে বলিয়া বাক্য-দান পূর্ব্বক মোসলেম সৈন্য দল অপসারিত না করিবার জন্য অনুরোধ করিল। রোমীয়গণও ছিল খৃষ্টান, সিরিয়া বাসিগণও ছিল খৃষ্টিয়ান। সম-ধর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও সিরিয়াবাসিগণ মোমলমানগণকেই সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং স্বজাতির কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে পছন্দ করিল না। ইহার একমাত্র কারণ এই ছিল যে মোসলমানগণ অন্য জাতিদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

রাজত্ব জাগতিক বিষয়। সকল ধর্ম্মের লোকই রাজা হইতে পারেন, কিন্তু মোসলমানগণের রাজত্ব পার্থিব বিষয় ছিল না। এই রাজত্ব তাঁহারা ধর্ম্মের সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের রাজত্ব ধর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিত। সে জন্য তাঁহাদের শাসন ব্যাপারে এমন সুন্দর জিনিষ থাকিত যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণও মোসলমান রাজত্বের অবসান চাহিত না। এই রাজত্ব "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মোহাম্মদ রসুলল্লাহ', বাণী দ্বারা লাভ হইয়াছিল, শুধু মৌখিক দাবী দ্বারা নহে। কারণ মৌখিক দাবী যাহারা করে, জাগতিক বিষয়েও নৈরাশ্য তাহাদের পরিণাম। কিন্তু কেহ সত্য ধর্ম্মলাভ করিলে তাহার নৈতিক ও ঐহিক উভয় বিষয় সুনিয়ন্ত্রিত হয়। খোদাতালা বিশ্বের বাদ্‌শাহ। তিনি সত্য ধর্ম্মাবলম্বীকে আপনার প্রতিবিম্বস্বরূপ রাজত্ব প্রদান করেন।

প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের ফল

পার্থিব কোন রাজার শক্তি কত সীমাবদ্ধ, তবু রাজার সঙ্গে প্রণয় থাকিলে মানুষ সম্মান পায়। খোদাতালার বন্ধুত্ব কেহ প্রাপ্ত হইলে জগৎ তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে না কেন? খোদার সহিত তাহার সম্বন্ধ দেখিয়া প্রত্যেক অনু তাহার পদ প্রান্তে গড়াগড়ি দেয়, যেন খোদাতা'লা তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হন।

অতএব সত্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া মানুষ সমস্ত জাগতিক উন্নতিলাভ করিতে পারে। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সবই আসে। রসুল করীমের (সাঃ) সাহায্যে সাহাবাগণ এ সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। জাগতিক উপায়ে তাঁহারা এসব লাভ করেন নাই। দুনিয়া ধর্ম্মের অধীন হইয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল। এইরূপ সিদ্ধি লাভের জন্য কামেল (পূর্ণ) ইমান আবশ্যক। ইহা খোদাতালার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করিয়া লয়। পূর্ণ ইমান যাহার আছে, সে উচ্চনীতি কিরূপে পরিহার করিতে পারে? নীতির সমস্ত দিক মানুষ মান্য করিলে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া ও তাহারত, (সততা, সাধুতা, খোদাপরায়নতা ও পবিত্রতা) সকলই লাভ হয়। ইহার অপরিহার্য্য ফল জ্ঞান, বিচক্ষনতা ও পরিশ্রম। এমন ব্যক্তির দুনিয়া প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

মোমেনের কর্ত্তব্য

সুতরাং, মোমেনকে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের প্রতি সর্ব্বাধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আধুনিক লোকদের ন্যায় শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট মনে করিলে চলিবে না। খোদা-তালার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা মৌখিক বিষয় নহে। ইহা অন্তরের বস্তু। যখন এই প্রেম লাভ হয় তখন মানুষ সকলের উপরেই আধিপত্য লাভ করে। আন্তরিক প্রেম হইতে যে ধূম নির্গত হয়, তদ্বারা বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়, কিন্তু যাহারা শুধু মৌখিক দাবী করে, তাহারা উন্মাদ। তাহাদের না হইবে ধর্ম্মলাভ, না হইবে দুনিয়া লাভ।

মোমেনকে 'কামেল' বা পূর্ণ মোমেন হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি 'কামেল' না হয়,

সে পর্য্যন্ত সে পুরস্কার পায় না। ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেও 'কামালত' বা পূর্ণতা দ্বারাই মানুষ ফল পায়। হজরত মসিহ মউদ (আঃ) বলিতেন, "এখন তাহারাই ফল পাইবে, যাহাদের সম্বন্ধ পূর্ণ ও গাঢ়।" সামান্য, সাধারণ বা অপূর্ণ সম্বন্ধ দ্বারা কোন উপকার হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে 'পূর্ণতা' দ্বারাই 'ফজল' (বিশেষ আশীষ) লাভ করা যায়। "বায়ু যে দিকেই প্রবাহিত হউক না কেন তরী নিয়া জলে যাত্রা করিব" এই পারস্য প্রবাদের ভাব নিয়া খোদাতালার দিকে গমন করিলে, মানুষ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায় ফল পাইবে।

কাহারও সঙ্গে খোদাতালার শত্রুতা নাই। মানুষের আবশ্যক শুধু পূর্ণভাবে খোদাতালার নিকট আত্ম-সমর্পণ করা। এরূপ করিলে আপনাপানিই সব লাভ হইবে। তাহার পক্ষে যতটুকু উন্নতি সম্ভবপর তাহা আপনাপনিই হইবে।

কেহ অগ্নির নিকট বসিলে তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গরম হইয়া যায়। তাহার হাত, পা, মুখ, যেখানে হাত দাও গরম বোধ হইবে। তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে কেহ সব কিছু পরিহার করিয়া খোদার নৈকট্য লাভ করিলেও খোদার অস্তিত্ব তাহার নিকট প্রকাশ পায় না? অগ্নি মধ্যে লৌহ পতিত হইলে অগ্নির গুণ প্রকাশ করিতে থাকে। সেইরূপ আল্লাহ্‌তালার নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আল্লাহ্‌তালার বিশেষ ব্যবহার প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে "কুন-ফাইয়াকুন"

كن فيكون

অর্থাৎ 'হও বলিলেই হইয়া যাওয়া'র ন্যায় বাকসিদ্ধতা প্রদান করেন। এমন কি মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে খোদা মনে করে। তাঁহারা আল্লাহ্‌তালার গুনাবলীর ছাপ মাত্র প্রকাশ করেন।

ধর্ম্ম দ্বারা সফলতা প্রাপ্তির উপায়

সুতরাং যদি কেহ ধর্ম্ম দ্বারা ফল লাভ করিতে চায়, তবে তাহার উপায় ইহাই যে নিজকে সর্ব্বোতভাবে খোদাতালার নিকট সপোর্দ্দ করিতে হইবে। যদি কোন সমগ্র জাতিই তদ্রূপ করে, তবে তাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এবং ফজল হইবে। তাহারা সকল ক্ষেত্রেই জয়লাভ করিবে।

আমাদের জমাতের কর্ত্তব্য

আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। আমাদের অনেকে শুধু মৌখিক উক্তিই যথেষ্ট মনে করেন। শুধু মৌখিক উক্তি কিছুই নয়। আল্লাহ্‌তা'লাকে এমনভাবে ভালবাসিতে হইবে, যেন ইহা 'স্বাভাবিক' বিষয়ে পরিণত হয়। মিথ্যা দাবীতে কিছু আসে যায় না। কারণ মিথ্যা এবং খোদার প্রেম ও 'মোহব্বত' একত্রীত হইতে পারে না। মিথ্যা এক প্রকার আঁধার। খোদাতা'লার প্রেম এক প্রকার জ্যোতিঃ। কাজেই 'অন্ধকার ও আলো' কিরূপে সম্মিলিত হইতে পারে? খোদা-প্রেমিকের মধ্যে আলস্য, প্রবঞ্চনা প্রতারণা কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ এ সকলই আঁধার এবং খোদাতা'লা জ্যোতির্ম্ময়। "আল্লাহ জমিন ও আস্‌মানের জ্যোতিঃ।"

যখন এই সমুদয় অন্যায় কোন জাতি হইতে অপসারিত হয়, তখন সেই জাতি হীন থাকে না। সেই জাতি হইতে হীনতা দূর হইতে থাকে এবং তাহারা সম্মান প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নিজেদের এমন 'এসলাহ' (সংস্কার) করিতে হইবে যেন খোদাতা'লা বন্ধু হইয়া পড়েন। শুধু মুখে বলায় কোন লাভ নাই। ফতোয়াবাজি বা আঞ্জোমন গঠনে কাজ হয় না। কোন কারখানা খুলিলেও কিছু আসে যায় না। এ সকলই আংশিক বিষয়। যাহারা সামান্য সামান্য বিষয় হইতে মুক্তি চায় তাহাদিগকে খোদার নিকট আত্ম-সমর্পণ প্রয়োজন।

এমন অবস্থা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয়, তাহাতে জগতে পরিবর্ত্তন ঘটে। তোমরা কি দেখ না যে দুইটি মেঘখণ্ড নিমিষের সম্মিলনে এক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করে এবং অন্ধকার রজনী আলোতে উদ্ভাসিত হয়? **তবে ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে বান্দা এবং খোদা পরস্পর সম্মিলিত হইলেও—সেই মিলন এক মিনিটের জন্যই হউক না কেন,—এরূপ জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইবে না যদ্বারা জগৎ আলোকিত হয়?**

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী *

ইমামের অনুসরণ

আমি আল্লাহ্-তালার 'শোকর' করি এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি আমাকে একটি অকপট বিশ্বস্ত জমাত প্রদান করিয়াছেন। আমি দেখিতে পাই যে, যে কোন কাজ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি তাহাদিগকে আহ্বান করি, অত্যন্ত তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত একে অন্যের পূর্ব্বে স্ব স্ব সাহস ও ক্ষমতানুসারে তাহা করিতে অগ্রসর হয়। তাহাদের মধ্যে 'সেদ্‌ক' ও 'এখ্‌লাস্' (আন্তরিকতা ও সত্য-নিষ্ঠা) দেখিতে পাই। আমার কোন ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাহারা তাহা পালনে ব্রতী হয়। প্রকৃত পক্ষে কোন জাতি ও জমাত গঠিত হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত তন্মধ্যে স্বীয় ইমামের অনুবর্ত্তীতা ও আদেশ পালনের জন্য এরূপ উৎসাহ, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বীজ বিদ্যমান না থাকে। হজরত ইসা (আঃ) যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন তাহার অন্যতম কারণ ছিল তদীয় জমাতের দুর্ব্বলতা ও তাহাদের আন্তরিকতার অভাব। যথা— তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করা হইলে পিতরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিষ্যও স্বীয় মুরশেদ্ বা গুরুকে অস্বীকার করিয়াছিল। শুধু অস্বীকারই করে নাই, বরং তিন বার অভিশাপ পর্য্যন্ত করিয়াছিল এবং অধিকাংশ শিষ্য তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর সাহাবাগণ সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ সেই আদর্শ প্রদর্শন করেন, যাহার তুলনা জগতের কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। তাঁহারা তাঁহার (সাঃ) জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ সহজ মনে করিতেন, এমন কি প্রিয় দেশ ত্যাগ করেন; ধন সম্পত্তি, জিনিষ পত্র ও বন্ধুবান্ধব সকল হইতে পৃথক হন। অবশেষে তাঁহার জন্য প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে কোন দ্বিধা, কিম্বা আক্ষেপ বোধ করেন নাই। এই আন্তারিক সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাই পরিশেষে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে। সেইরূপ, আমি এখন দেখিতে পাই, আল্লাহ্ তা'লা আমার জমাতকেও যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং এই জমাত বিশ্বস্ততা ও আন্তারিক সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করে।

(আল-হাকাম, ১০ আগষ্ট, ১৯০৪)

খোদা-তা'লাই একমাত্র আরোগ্যদাতা

কোন কোন রোগ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় হজরত মসিহ্ মাইদ (আঃ) বলেন :—

"কবরস্থানে যত লোক সমাহিত দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদয়ই চিকিৎসকদের ভ্রান্তির ফল। স্বাভাবিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা অল্প। স্বাভাবিক জীবন বলিতে ১০০, কিম্বা ৮০ বৎসর বুঝা যায়। হাদিস শরীফে লিখিত আছে—

"এমন কোন রোগ নাই, যাহার ঔষধ বিদ্যমান নাই।"

যদি সঠিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা চলিতে থাকে, তবে স্বাভাবিক জীবন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মানুষ মরিবে কেন? কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, মানুষ অত্যন্ত দুর্ব্বল জীব। একই রোগ হইতে আরো অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ জন্মে। মানুষ কখনো ভ্রম হইতে বাঁচিতে পারে না। মানুষ অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহার ভুল হয়ই হয়। কোন কোন সময় রোগ নির্ণয়কালেই ভুল হয়। রোগ নির্ণয়কালে ভ্রম না হইলেও ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হয়। মানুষ অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রাণী। সে ভ্রম হইতে আপনাপনি বাঁচিতে পারে না, খোদার 'ফজল্' বা অনুকম্পারই প্রয়োজন। তাঁহার ফজল ব্যতীত মানুষ কিছুই নয়। একথা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে একমাত্র খোদাতা'লাই মানুষের দুঃখ বিপদ দূর করিতে পারেন। হিন্দুগণ পাথরের পূজা করে। কোন না কোন সময় স্বহস্তে গড়া জিনিষের পূজার অযৌক্তিকতা তাহাদের মনে পড়িতে পারে; কিন্তু যাহারা কার্য্যোপকরণের পূজা করে, তাহারা তাহাদের চেয়েও অন্ধ মুশ্‌রেক বা পৌত্তলিক। প্রকৃতিবাদী প্রভৃতি উপকরণ নির্ভরশীল এবং অন্যান্য জ্ঞান ও অর্থগর্ব্বী লোকদের অবস্থা বড়ই ভয়ানক। অবশ্য উপায় উপকরণ অনুসন্ধান করা নিষিদ্ধ নয়। কোরান শরীফে লিখিত আছে, 'জুমার নামাজান্তে স্ব স্ব কাজকর্ম্মের অনুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ কর এবং আল্লাহ্‌র 'ফজল' চাও'। নিষিদ্ধ বিষয় এই যে, উপায় উপকরণের উপর নির্ভর করিতে নাই। মোমেনের কর্ত্তব্য, ব্যাহৃতঃ উপায় উপকরণ অনুসন্ধান করা এবং দৃষ্টি আল্লাহ্‌র প্রতি রাখা। চিকিৎসা বিদ্যা প্রথমতঃ গ্রীকদের নিকট ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা মোসলমানগণের হস্তগত হয়। তাঁহারা প্রত্যেক ব্যবস্থাপত্রের শির্ষস্থানে هو الشافی "তিনিই আরোগ্যদাতা" লিখিতে আরম্ভ করেন। মোসলমানগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই পন্থা অবলম্বন করে নাই। সবচেয়ে পুণ্যচেতা চিকিৎসক তিনিই, যিনি একদিকে চিকিৎসা করেন এবং অন্যদিকে দোয়ায় রত থাকেন এবং মনে করেন যে, আরোগ্য দান শুধু আল্লাহতা'লারই হস্তে রহিয়াছে।

(আল্‌হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)

* মৌলবী আবু হামীদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

আল্লাহ্-তা'লার গুণে গুণান্বিত হও

এবাদত (উপাসনা) এবং আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ নিষেধের দুইটি শাখা আছে। যথা,—(১) আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ নিষেধের সম্মান, (২) সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি। আমি ভাবিতেছিলাম, কোরান শরীফের অন্যান্য সুরায় ত বহুলরূপে ও বিশদভাবে এই এই দুইটি দিক বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সুরাহ্ ফাতেহায় এই উভয় দিক কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে? আমি ভাবিতেই ছিলাম, সহসা আমার মনে একথার উদয় হইল যে,—**'আল-হাম্‌দু-লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন, আর-রহ্‌মান আর-রহিম মালেকে ইয়াওমিদ্দিন"** দ্বারাই ইহা সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ, সমস্ত গুণ, স্তুতি ও প্রশংসা শুধু আল্লাহ্‌তা'লারই জন্য, তিনি 'রাব্বুল-আলামীন', অর্থাৎ সর্ব্বলোকের—বীর্য্য ভ্রূণ প্রভৃতি প্রত্যেক লোকের—তিনি 'রাব্ব্' বা স্রষ্টা ও প্রতিপালক; তিনি 'রহ্‌মান' (অযাচিতভাবে দাতা), তিনি 'রহিম' (সৎকার্য্যে অপর্য্যাপ্ত সুফলদাতা), তিনি 'মালেক-ইয়াওমিদ্দিন' (বিচার কালের কর্ত্তা)। অতঃপর, যে إياك نعبد! (আমরা তোমারই উপাসনা করি) বলা হয়, অন্য কথায় তাহাতে সেই 'রবুবিয়ত', 'রহমানিয়ত', 'রহিমিয়ত', ও 'মালেকে ইয়াওমিদ্দিন' সম্বলিত গুণাবলীর প্রভা আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে চাওয়া হয়। কারণ, মানুষের পূর্ণ এবাদত (উপাসনা) 'তাখাল্লাকু-বে-আখ্‌লাকিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়া)। এইরূপে এই উভয় বিষয়ই অত্যন্ত বিশদ ও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (আল্‌হাকাম, ২৪শা মে, ১৯০৩)

খোদা জ্যোতিঃ প্রকাশ দ্বারা সত্যপ্রাণে অবতীর্ণ হন

সেই খোদা যাঁহার সুদৃঢ় বাহু জমিন, আসমান ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু ধারণ করিতেছে, তিনি কি কখনো মানুষের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প দ্বারা পরাস্ত হইতে পারেন? পরিশেষে একদিন আসে যখন তিনি মীমাংসা করেন। সাদেকগণের (সত্য নবিগণের) ইহাই পরিচয় যে পরিণামে তাঁহারাই বিজয় লাভ করেন। সেই প্রাসাদ কিরূপে বিধ্বস্ত হইতে পারে, যন্মধ্যে সেই প্রকৃত বাদশাহ্ অবতীর্ণ হন? যত পার ঠাট্টা কর, যত চাও দুঃখ ও কষ্ট প্রদানের জন্য উপায় উদ্ভাবন কর। অতঃপর, স্মরণ রাখিও, শীঘ্রই খোদা তোমাদিগকে ইহা প্রদর্শন করিবেন যে, তাঁহার বাহুই প্রবল। মূঢ় জন বলে যে সে তাহার চতুরতা দ্বারা জয়ী হইবে, কিন্তু খোদা বলেন, হে অভিশপ্ত ব্যক্তি!' আমি তোমার সকল প্রচেষ্টা বিফল করিব।'

(আলফজল, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৭)

কাদিয়ানে নারীজাগরণ

[মিসেস্ মোস্লেমা খাতুন]

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কাদিয়ান একটি নগণ্য গ্রাম ছিল, আর আজ সেই কাদিয়ানই সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। যে কাদিয়ান কোন একটি রাজ্যের রাজধানী নহে. বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল নহে, বা কোন বন্দর নহে, এবং এমন একটি প্রদেশে অবস্থিত যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও অপরাপর বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়াছিল আজ সেই কাদিয়ানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিতেছে। যদিও ইহা দেশের এক কোনে অজ্ঞাত স্থানে পড়িয়া আছে তথাপি পৃথিবীর চারিদিক হইতে উৎসুক ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। বহু ভক্ত জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কাদিয়ানে আসিয়া আবাস নির্ম্মান করিতেছে। এইরূপ দেশ-ত্যাগীর সংখ্যা কাদিয়ানে দুই হাজারেরও উপর হইবে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এগার মাইল দূরে ছিল এবং সপ্তাহে মাত্র দুই দিন যেখানে চিঠি বিলি করা হইত, আজ সেখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি বর্ত্তমান। সম্প্রতি তথায় ইলেট্রিক লাইট ও টেলিফোনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোথায় জঙ্গলাকীর্ণ মাঠ, ধূলীময় প্রান্তর বা শস্যপূর্ণ ক্ষেত সেখানে বিরাজ করিতেছিল, আর আজ তাহা একটী সৌধমালা সুশোভিত বিস্তীর্ণ নগরীতে পরিণত। এমন কোন জিনিষ নাই যাহা আজ কাদিয়ানে পাওয়া যায় না। এখানে অধিকাংশ দ্রব্যই আমাদের দেশ থেকে সস্তা।

অন্যান্য স্থান হইতে কাদিয়ানের সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্বই

হইতেছে মেয়েদের জীবিকা নির্ব্বাহ প্রণালী। এখানের মেয়েদের চাল-চলন ভাব-ভঙ্গী দেখলে সত্যই মনে নূতন ভাবের সৃষ্টি হয়। জগতে স্ত্রীলোকদিগকে যে খোদাতা'লা পুরুষের ন্যায় সম-অধিকারে অধিকারী করেছেন বা তাহাদিগকে হাড়ির তল বা রান্নাঘরের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই তাহা এস্থানে আসিলেই অনুভব করা যায়। এখানে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও দিনরাত রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে (অবশ্য বুরকা পরিয়া)। আমাদের দেশের মেয়েদের ন্যায় তাহারা গাড়ী, পাল্কী বা পুরুষের অপেক্ষা করাটা কোনই প্রয়োজন বোধ করে না। যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন পুরুষের অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই বোর্কা পরিয়া তাহা সমাধা করিয়া ফেলে। ঘরে ঘরে মেয়েরাই চাল, ডাল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি জিনিষের দোকান করিয়াছে। আবার এসমস্ত জিনিষ তাহারা নিজেরাই যাইয়া অমৃতসহর, বাটালা, লাহোর ইত্যাদি স্থান হইতে ক্রয় করিয়া আনে।

পুরুষের ন্যায় এখানকার মেয়েদেরও সাংসারিক চিন্তা হইতে ধর্ম্মের চিন্তাই বেশী। আমাদের দেশের মেয়েদের মত তাহারা শুধু রান্নাবাড়া ও খাওয়ার কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকে না। ভোরে নামাজ পড়ার পর ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত তাহারা কোরান হাদীস্ বা হজরৎ মসিহ্ মাউদের (আঃ) পুস্তকাদি পড়িতে থাকে বা কাহাকেও পড়াইয়া থাকে। তৎপর নিজেদের অবস্থানুযায়ী কেহ ভরতা. কেহ ভাজি, কেহবা তরকারি—যাহার যা জুটে—একটা কিছু করিয়া লয়। নিতান্তই কিছু না হইলে সেদিনকার মত শুধু একটু চাটনী দ্বারাই আহার সমাপ্ত করিয়া লয়। এখানে দুধ, ঘি ও ডিম আমাদের দেশ থেকে সস্তা। রোগী ব্যতীত সকলেই মহিষের দুধ খায়। খাটী মহিষের দুধ টাকায় বার তের সের এবং ঘি টাকায় এক সের। নিতান্ত গরীব যাহারা তাহারাও ঘিয়ের পাকই খাইয়া থাকে।

এখানকার লোকদের মধ্যে গরীব অবস্থা খুব কম দেখা যায়। যাহাদের অবস্থা নিতান্ত গরীব বলিয়া শোনা যায় তাহাদের বাড়ী ঘর ও কাপড়-চোপড়ের অবস্থা আমাদের দেশের ১০০ টাকা বেতন ভোগী কর্ম্মচারীদের পরিবারের অবস্থা হইতেও উত্তম।

বেলা ৯টার মধ্যে আহার ক্রীয়া শেষ করিয়া তাহারা অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করে। কার্য্যের মধ্যে কেহ সেলাই করিতে বসে, কেহ পড়িতে বা পড়াইতে বসে, আর কেহ বা উম্মুল মোমেনিন ও অন্যান্য আহমদী ভগ্নীদের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া হজরতের পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করা ও মোকবেরা বেহেস্তে যাওয়া নিজেদের একটী অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ধার্য্য করিয়া লইয়াছে।

এই হইতেছে কাদিয়ানের স্ত্রীলোকদের দৈনিক জীবন যাত্রা প্রণালী। তাহারা জুমার নামাজেও সামিল হইয়া থাকে। এই নামাজে যোগ দেওয়া যদিও সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া উঠে না, তথাপি কোন সপ্তাহে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ৩০।৪০ জনের কম হয় না। এতদ্ব্যতীত কিছুদিন হইল হজরত খলিফাতুল মসিহ স্ত্রীলোক দিগকে দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাজের যে কোন এক ওয়াক্তের নামাজ নিজেদের সুবিধামত নিজেরাই জামাত করিয়া পড়িবার আদেশ দিয়াছেন। রমজান শরীফে প্রতি রাত্রিতে বড় মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদ আকসায়) দরস্ দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকেরা নিজেদের অস্তিত্বটা জানাইয়া আসিতে ভুল করে না। শিক্ষার দিক দিয়া ভারতে কাদিয়ানের ন্যায় খুব কম স্থানের স্ত্রীলোকেরাই এত উন্নতি করিতেছে। ধর্ম্মের দিক দিয়া শিক্ষা পাইয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইতেছে না। পূর্ব্বে যে কাদিয়ানে একখানা টেলিগ্রাম আসিলে লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত আজ সে কাদিয়ানেই সামান্য কৃষক পড়িবারের মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই পাঞ্জাব ইউনিভারসিটিতে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং শুনিয়া সুখী হইবেন যে ইতিমধ্যে আমাদেরই কয়েকজন আহমদী ভগ্নী গ্রেজুয়েট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

এখানে মেয়েদের একটি মহিলাসমিতি খোলা হইয়াছে। তাছাড়া প্রতি ডিসেম্বর মাসে জলসা উপলক্ষে মেয়েদের একটী শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। তাহাতে বহু মেয়েরা নিজেদের হাতের কাজ,— কেহ বা বিক্রি করিবার জন্য, কেহ বা দেখাইবার জন্য উপস্থিত করিয়া থাকে। প্রতি সভায় মেয়েরা নিজেরাই জামাতের জন্য চাঁদা উঠাইয়া থাকেন। এখানে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে এক বিরাট জলসা হইয়া থাকে। এই জলসা পুরুষদের জন্য যেরূপ তিন দিন হইয়া থাকে সেইরূপ স্ত্রীলোকদের জন্যও তিন দিন হইয়া থাকে। এই জলসায় প্রায় চার পাঁচ হাজারেরও অধিক স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া নিজেদের মধ্যে লেকচার এবং ওয়াজের পৃথক বন্দোবস্ত করে। এই মহিলা সম্মিলনীতেও হজরত খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা

করেন। গুরু গম্ভীর রবে তাঁহার ঐ সারগর্ভ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পূর্ণ হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণে এমন কেহ নাই যাহার হৃদয় একবার ঐশী প্রেমে আপ্লুত না হয়। তাছাড়া আরো কতিপয় সুবিজ্ঞ মহিলা ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রতি বৎসর মেয়েদের এরূপ বিরাট আয়োজন জগতে এক অদ্বিতীয় ব্যাপার।

ঈদ কত বড় খুশীর দিন খোদাতা'লা আমাদের জন্য ধার্য্য করিয়াছেন! তাহাও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না। তাহাদের কার্য্যদ্বারা মনে হয় যেন ঈদ শুধু পুরুষদের ও ছোট শিশুদের জন্য ধার্য্য করা হয়েছে; কিন্তু এখানে ঈদের দিন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলের প্রাণে যেন নূতন এক ভাবের সৃষ্টি হয়। **ভোর ৮টার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সকলেই নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া ঈদ গাহে একত্রিত হন। তথায়ও স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকেরাই ঈদ ফাণ্ড তুলিবার জন্য দাড়াইয়া থাকেন।** ১০টার মধ্যেই হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) খুত্‌বা ও নামাজ সমাপ্ত করেন। তারপর এক মহা মিলনের পালা দেখিলে মনে হয় যেন কোন এক যুগ পরে আবার ভাইয়ে ভাইয়ে, ভগ্নি ভগ্নিয়ে পুন্ন মিলন ঘটিয়াছে। 'সুবহানাল্লাহু বেহামদেহি ওয়াসুবহানাল্লাহুল আজিম।'

কাদিয়ানের বিষয় লিখিতে বসিয়া সর্ব্ব প্রথম যে স্থানের বর্ণনা লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল এবং যে মনোহর স্থানের বিষয় প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীরই জানা অবশ্য কর্ত্তব্য, দুঃখের বিষয়, তাহাই আমি সর্ব্বপ্রথম লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই নয়ন মুগ্ধকর পবিত্র স্থানের নাম বেহেস্তী মোকবেরা। ইহার নামটি যেরূপ দেখিতেও ঠিক সেইরূপ। এই স্থানেই খোদার প্রেমিকের পবিত্র সমাধি। আর তাহারই চারি পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র ভক্তদের পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন। এই স্থানের পবিত্র মাটীর অধিকারী তাঁহারাই হইবেন যাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তির ন্যূনতঃ ১/১০ অংশ হইতে উর্দ্ধতঃ ১/৩ অংশ পর্য্যন্ত সত্য ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়াত প্রচার কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া যাইবেন। **এই স্মৃতি-চিহ্নগুলির মধ্যেও প্রায় অর্দ্ধেকই স্ত্রীলোকদের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।** মধ্যেস্থলে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পবিত্র কবর চারিদিকে উঁচু দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে এবং তাহারই চারি পার্শ্বে আমাদের আহমদী ভাই ভগ্নীদের স্মৃতি-চিহ্নগুলি একটীর পর একটী মুক্তার হারের মত সজ্জিত আছে, যাহা আজ প্রত্যেক ধর্ম্ম-ভীরুর মন আকর্ষণ করিয়া বার বার কবির সেই ছন্দ দুইটি মনে করাইয়া দিতেছে,

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,"

হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ *

(৩)

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تقوم الساعة حتى تتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر و الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون اساعة كالترته بالنار -

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—'কেয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সময়ের দূরত্ব কমিয়া যায়—বৎসর মাসের সমান, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ দিনের সমান, দিন ঘণ্টার সমান এবং ঘণ্টা শুষ্ক খড়ে আগ্নি ধারার মত অতিবাহিত হইবে।' বর্ত্তমান যুগে যে যন্ত্রাদির সাহায্যে সময়ের দূরত্ব দূর হইয়া হাদিসের বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে না এবং প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়া ইস্লামের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে এবং আখেরি জমানার প্রতিশ্রুত খলিফা—মসিহ্‌ মাহদীর (আঃ) আগমনের যে ইহাই ঠিক সময় এই ঘোষণা করিতেছে। (তেরমুজি)

(৪)

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل امتى مثل المطر لايدرى اوله خير ام اخره -

আনাস্‌ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন, "আমার উম্মত বৃষ্টির মত জানা যায় নাই ইহার প্রথম ভাগ উৎকৃষ্ট; না শেষ ভাগ।" (তেরমুজি)

* মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত।

—বেহেস্তী-জামা'ত—

১

'শান্তি আসুক, শান্তি আসুক তপ্ত ধরার বুকে,
তোমার 'পরেও শান্তি আসুক তুমিও থাক সুখে'
মুক্তি-পরশ শুক্তি-বারির শুক তারকা রাজি—
হাসছে সুখে, সুখের সমীর বইছে ধরায় আজি।

২

নূতন জগৎ, নূতন আকাশ, নূতন আলো হাওয়া—
নূতন হয়ে উঠল কি সুর বহুদিনের চাওয়া!
কোন সহসা শোনল জগৎ কোন সু-দূরের বাণী—
আশীষ্ খোদার শান্তি সুধার মসিহ্ দিল আনি।

৩

বইল নাকি ধরায় আবার শান্তি সুধার ধার—
আকাশ পাতাল ফুক্‌রে বলে 'আল্লা-হু আক্‌বার'
'জয় জয় জয় মর্ত্তে মসিহ্ মর্ত্তে সরগ-দান'
আনন্দে আজ ফুল্ল ভরে হওরে আগুয়ান'।

৪

আনন্দে কা'র শুভাগমন, সুখের সমাচার
মসিহ্-ই ইমাম মাহদী যুগের কল্কি অবতার
ওহো! হের জগত-গুরুর বিপুল অনুষ্ঠান
বিরাট সমন্বয়ের সাড়া—'জয় নব উত্থান'।

৫

কোন সে সুখের স্পর্শে হঠাৎ চম্‌কে চরাচর
আনন্দের ঐ কোলাকোলি কিসের আপন পর
মর-জগতে স্বর্গ-শোভা বিশ্বে অনুপম
'এবাদতের জান্নাত' আহা সৃষ্টি মনোরম!

৬

এক মুঠো নাই তার মুখেও মুক্ত হাসির রেখা
অমঙ্গলের অন্ধকারেও সুখের স্বপন দেখা—
মরণ-ভীতির দৈন্য-ছায়ায় মৃত্যু ক্ষুধার সুখে
বিশ্ব-পিতার গানটি তারা গাইছে তবুও সুখে।

৭

অবাক হেরে বিশ্ব-জগৎ দৃশ্য চমৎকার
কোন সে আলো নাশ্‌ছে ধরার নিবিড় অন্ধকার
সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জগৎ ডুবি ডুবি—
—'হাম্‌দু লিল্লাহ্' সেই ক্ষণেই উঠল উজ্জ্বল রবি।

৮

"মেনারাতুল-মসিহ্" হ'তে উঠল আজান-সুর
ফেরেস্তারা আলোক নিয়ে চল্ল বহু দূর
ক্লান্ত ধরায় বিলিয়ে দিতে **'নবুয়তের দান'**
আহ্‌মদ কাণ্ডারী ভবের, পূণ্য **কাদীয়ান**।

৯

দূর থেকে উড়ে যেন "ফাজ্জীন আমীক" হ'তে
সৌদামিনী ঈমান-আলো আনল বিমান-পথে
কোন সু-দূরে চল্ল ভেসে কোন সে আশার বাণী
মাহ্‌মুদ রহ্‌মতে খোদার চালায় তরীখানি।

—মতিন

আহ্‌মদীর মন্তব্য

'আজাদ' পত্রিকার মিথ্যুক্তি

প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) দাবীর সত্যতা গোপন করিবার জন্য ঈহুদী মৌলবীগণ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তৌরাতে হজরতের সমর্থনে যে সমস্ত বাক্য আছে সেইগুলি হিব্রু ভাষাতে লিখিত ছিল। সেই জন্য আরবের জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিত না; এমন কি হজরত রসুলুল্লাহ্‌ও (দঃ) স্বয়ং সেইগুলি পাঠ করিতে পারিতেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে 'অহি' এবং 'এল্‌হাম' পাইয়া সেইগুলি সম্বন্ধে তিনি অবগত হইতেন। তারপর ঈহুদী মৌলবীদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে তিনি যখন সেই গুলির উল্লেখ করিতেন, তখন তাহারা স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া বলিত, "কই আমাদের তৌরাতে তো এমন কথা নাই।" আল্লাহ্‌তা'লা সেই ঈহুদী জাতির উপর ক্রোধান্বিত হইয়া একদিকে যেমন তাহাদিগকে ইহ-পরকালে অশেষ দণ্ডিত করিয়াছেন তেমনি তাহাদিগকে لا تكتموا الشهادة (সাক্ষ্য গোপন করিওনা) এই সাবধান বাণী ও বজ্রনির্ঘোষে শুনাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতার দৈনিক সহযোগী "আজাদ" এর এক ব্যবহারে আজ আমাদের বহুশত বৎসর পূর্ব্বেকার ঈহুদী মৌলবীদের প্রতি উচ্চারিত আল্লাহ্‌র সেই সাবধান বাণী স্মরণ হইল। সহযোগী বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে প্রাকাশিত সংখ্যার "মোছলেম সংগঠন" শীর্ষক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাঞ্জাবের 'খাকছার' আন্দোলনের নেতা "আল্লামা এনায়েতুল্লা খান মশ্‌রেকী" যে "কাদিয়ানী" নহেন, একথার প্রমাণ স্বরূপ খাকছার সঙ্ঘের মৌলিক নীতির (fundamental creed) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে "আল্লামা মশ্‌রেকী যে কাদিয়ানী নহেন, বরং কাদিয়ানী মতবাদের মূল নীতিরই বিরোধী, তাহা তাহার প্রত্যেক বহিপুস্তক হইতেই জানা যায়। খাকছার সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার... একটি শর্ত্ত এই যে "হজরত মোহাম্মদ (দরুদ) নবী বরহক্ ও খাতেমুন নবীইন বলিয়া যাহার ঈমান নাই, সে খাকছার দলভূক্ত হইতে পারিবে না।" এরূপ কথা কোন কাদিয়ানীর মুখ দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না।"

"কাদদিয়ানী মতবাদের মূল নীতি"টি কি তাহা আমাদের নবীন সহযোগী স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিলেও তিনি এই কথা বলিতে চান যে তাহার কথিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) "নবীবরহক" সত্য নবী (সঃ আঃ) ও "খাতেমুন নবীইন" বলিয়া মানেন না ইত্যাদি। সহযোগী "কাদিয়ানী" বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন তাহা ত পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তিনি যদি পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে আবির্ভূত আখেরী জমানের ইমাম মাহ্‌দী মসিহ্‌মাউদ হজরত মিজা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্ত্তৃক স্থাপিত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকগণের অর্থে "কাদিয়ানী" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে উক্ত আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মৌলিক নীতি আছে, তন্মধ্যে হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) "নবী বরহক" ও "খাতেমুন নবীইন" বলিয়া স্বীকার করা অন্যতম। বস্তুতঃ আহ্‌মাদীয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে যে দীক্ষাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়, তাহাতে প্রথমে এই কথা আছে,—

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, তিনি এক তাঁহার কেহ শরীক নাই, এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার রসুল"। তৎপর সেই দীক্ষা পত্রের অন্যত্র এই কথা আছে,—

میں ..... انحضرت صلی الله علیه وسلم کو خاتم النبیین یقین کروں گا

"আমি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু-আলায়হে অসাল্লামাকে খাতামুন নবীইন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিব।" সুতরাং সহযোগীর কথিত অভিযোগ "কাদিয়ানী" সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করিলে যে সত্যরই অপলাপ করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সহযোগী কি এবিষয়ে অবগত নহেন? তাহা ও নহে। কেননা বঙ্গদেশস্থ আহ্‌মদী প্রচারক মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের নিকট জানিতে পারিলাম যে বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে তিনি "আজাদ" এ প্রকাশিত সেই অভিযোগটি যে মিথ্যা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা প্রবাসী দুএকজন আহ্‌মদী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আজাদ আফিসে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক প্রস্থ বয়েতের ফারম এবং "আজাদ" এ প্রকাশার্থ অভিযোগের একটি লিখিত প্রতিবাদ মৌলানা সাহেবের নিকট পেশ করিলে মৌলানা সাহেব নাকি বয়েতের ফারম খানা

লইয়া সেই সমস্ত কথা লক্ষ্য করেন এবং এই বলিয়া লিখিত প্রতিবাদটি ফেরত দেন যে তাহা প্রকাশ করিলে তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইবে। বরং তিনি নিজেই সুবিধামত উপরোক্ত ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া দিবেন বলিয়াও আশ্বাস দেন। ২৩শে জানুয়ারীর পর বেশ কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। আজ পর্যন্তও "আজাদ" এরূপ কোন কথা প্রকাশ হইল না দেখিয়া আমরা সবিস্ময়ে উপরোক্ত কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম। যে কেহ আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ বয়েতের ফারমে (দীক্ষা পত্রে) হজরত মোহাম্মদ(দঃ) সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে আমরা বাধিত হইব।

মোসলেম সংগঠন

উপরোক্ত সহযোগী থাকছার আন্দোলন সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এই আন্দোলন সম্বন্ধে কোন প্রকার খোঁজখবর না নিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত হইবে না। যাহা শুনিতেছি, তাহা যদি বস্তুতঃই সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে মুক্তি মার্গের সন্ধানে গত ৩৫ বৎসর ধরিয়া কর্ণফুলির উপকূল হইতে কাবুলের সীমান্ত পর্য্যন্ত আকুল দৃষ্টিতে সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি থাকছার আন্দোলন বুঝি তাহারই পূর্ব্ব সূচনা। এসলাম ধর্ম্ম বা মোসলেম মণ্ডলীর মুক্তি সাধনা অন্ধ পরানুকরণে যদি সফল হওয়া সম্ভব হইত,তবে বোধ হয়, সহযোগীর সঙ্গে একমত হইতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিত না। 'এসলাম' জগতের সর্ব্বশেষ ঐশীবাণী-মূলক ধর্ম্ম—মানবের মুক্তির একমাত্র পথ। সেই জন্য আল্লাহ্‌-তায়ালা ইহার সংরক্ষন এবং উন্নতি—তথা যুগে যুগে মোসলেম মণ্ডলির মুক্তির পথ নির্দ্দেশের ব্যবস্থাও তাহাতেই স্পষ্টাক্ষরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশের মধ্যে মোসলেম মণ্ডলির মুক্তি-সাধনার বাস্তব ও ব্যবহারিক কর্ম্ম-পন্থা বা সেরাতুল-মোস্তাকিম (সরল পথ) উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পথ হইল এই যে মোসলেম মণ্ডলী একজন সর্ব্বজন-মান্য নেতা বা খলীফার অধীনতায় সততঃ এসলাম প্রচারে ব্যস্ত থাকিবে। 'শেরক', 'কোফর' ও 'বেদাৎ' এর পুঞ্জীভূত জঞ্জালরাশি বিদূরিত করিয়া জগতময় এস্‌লামের তওহীদ বা-বাদ ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) রেসালতের প্রতিষ্ঠা করিতে মোস্‌লেমদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে যে আত্মসংস্কার, আত্মত্যাগ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, অফুরন্ত উদ্যম ও উৎসাহ, এবং সর্ব্বোপরি এসলামের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্ম-পন্থায় যে ইমানের সৃষ্টি হইবে, তাহাই হইবে মোসলেম সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। আল্লাহ তালা সেইজন্য কোরাণ শরাফে ফরমাইয়াছেন—,

ادخلوا فى السلم كافة

অর্থাৎ এসলামধর্ম্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর। এসলামের প্রতিশ্রুত ঐহিক ও পারত্রিক আশীষরাজি লাভ করিতে হইলে উহার অংশ-বিশেষকে অবলম্বন করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ ফল লাভ করিতে হইলে এসলামকে গ্রহণ করিতে হইবে পূর্ণভাবে, গোটাভাবে। কিন্তু তাহা যুগে যুগে ঐশীবাণী-প্রাপ্ত পথ-নির্দ্দেশ কারী আল্লাহ্‌তালার প্রেরিত নেতৃ-সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। সেই জন্য মোসলমান সমাজের শত শত আন্দোলন—যথা, খেলাফত, হিজরত, তানজীম ইত্যাদি অকালে ব্যর্থ হইয়া অতীত ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে একটিও যদি আল্লাহ্‌র মনোনীত মোসলেম মণ্ডলীর মুক্তি-মার্গ হইত তবে কেন এইগুলি অকালে ব্যর্থ হইল? বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌র মনোনীত সত্য পথ ও মানবের স্বকপোল-কল্পিত ভ্রান্ত পথের মধ্যে এই খানেই স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। যে সাময়িক উত্তেজনায় হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনা অথবা অন্ধ পরানুকরণ প্রবৃত্তিতে ভ্রান্ত পথের সূচনা হয়, তাহা ফুরাইলেই সেই আন্দোলন প্রাণহীন,অসার, মৃত দেহে পরিণতঃ হয়; পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত সত্য পথের ক্রমিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় আত্ম-ত্যাগ, আন্তরিকতা, এবং অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কখনই অভাব হয় না। এই খানেই রহিয়াছে আহ্‌মদিয়া আন্দোলন ও অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের মধ্যকার পার্থক্য এবং আল্লাহ্‌র ফজলে এই পার্থক্য চিরকালই বজায় থাকিবে।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

দক্ষিণ আমেরিকা—দক্ষিন আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান রিপাব্‌লিক আরজেণ্টাইনের প্রধান নগর বুনাস্‌আয়েরজ হইতে আমাদের প্রচারক মৌলবী রমজান আলী সাহেব লিখিতেছেন যে, ইদানিং তিনি খোদাতালার ফজলে সহস্র সহস্র লোককেই সলামও আহ্‌মদীয়াতের বাণী পৌছাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় প্রফেসার, বেরীষ্টার, ভুতপুর্ব্ব কন্‌সাল জেনারেল, শিক্ষক, পত্রিকার এডিটার এবং সম্ভ্রান্ত বনিক ছিলেন। আরজেণ্টাইনে প্রায় ছয় লক্ষ আরবী মোসলমান আছেন। বুনাস আয়েরজে ছয়টি মোসলেম এসোসিয়েসন আছে। জমীয়তুল ইসলামিয়া নামক প্রসিদ্ধ এসোসিয়েসন তথায় ঈদের নমাজের ও জলসার এন্তেজাম করে। তাহাতে তিনি ইমামতি করেন ও খোৎবা পাঠ করেন। আরবী মোসলমানগন তাঁহার খোৎবায় অত্যন্ত আপ্যায়িত হন এবং বলেন যে তিনিই তাহাদের ইমাম হইবার যোগ্য ব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত চারিটি আঞ্জোমানের তিনি মেম্বর হইয়াছেন এবং উক্ত আল্‌জমিয়তুল্‌ ইস্‌লামিয়া তাহাকে কার্য্যকরি সমিতির এক সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

ইটালী——ইটালীতে বর্ত্তমানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী মোহম্মদ শরিফ মালিক প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। খোদাতা'লার ফজলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি তথায় বেশ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ইদানিং একজন ইটালীবাসী আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইটালীতে তিনিই সর্ব্ব প্রথম আহ্‌মদী। তাঁহার বর্ত্তমান নাম মিঃ আহ্‌মদ কারবন। আহমদীয়ত গ্রহণ করার পর তিনি আহমদী জমাতকে সম্বোধন করিয়া একটি বাণী প্রেরন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আহ্‌মদীয়ত গ্রহণের সৌভাগ্যের জন্য অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে জগতে আহমদী সম্প্রদায়ই একমাত্র সত্যনিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ সম্প্রদায়। তিনি আশা করেন যে, তাহার ন্যায় অন্যান্য ইটালীবাসিগণও শীঘ্রই আহ্‌মদীয়তের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় করিবে।

পশ্চিম আফ্রিকা—বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে খোদাতা'লার ফজলে ইদানিং গোলড্‌কোষ্ট ও আসান্টির আহ্‌মদীয়া জমাতদ্বয় সাড়ে পনর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সল্‌টপণ্ডে একটি দারুৎ-তবলীগ (আহ্‌মদীয়া মিশন হাউস্‌) নির্ম্মিত করিয়াছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। কেবল **এই দুই জমাতের বর্ত্তমান আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগিনীদের সংখ্যা গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৫৪ জন।** এই অল্পসংখ্যক ভ্রাতা ভগিনিগণ ধর্ম্মের জন্য সাড়ে পনর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে এখ্‌লাস্‌ ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক্‌ই প্রশংসনীয়। খোদা-তায়ালা তাহাদিগকে উত্তম পুরুস্কার দিন। আমিন।

ইদানিং এই নবগঠিত 'দারুৎ-তবলীগের' উদ্বোধন ক্রীয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বহু সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করিয়া-ছিলেন। তথাকার গবর্ণর বাহাদুরও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া স্থানীয় সিনিয়র ডিষ্ট্রীক কমিশনারকে প্রতিনিধি স্বরূপ সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দূর-দূরান্তর হইতে প্রায় তিন হাজার আহ্‌মদী ভ্রাতা এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দুই দিবস সভা করা হয় এবং জমাতের শিক্ষা ও সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং জমাতের সাধারণ মাসিক চাঁদা, জাকাৎ ইত্যাদি আদায়ের জন্য আবেদন করা হয়। ফলে ১২৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সত্তর শত টাকা সাধারণ চাঁদা ব্যতীত আরো শত শত টাকা জাকাত তৎক্ষণাৎ আদায় হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত সভাতেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ—হজরত আমীরুল মোমেনীনের খেদ্‌মতে এক শত পাউণ্ড অর্থাৎ এক হাজার তিন শত পঁচিশ টাকা তোহ্‌ফা স্বরূপ পেশ করা করা হয়। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা তথাকার জমাতকে উন্নতি দেন এবং তথায় ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তকে জয়যুক্ত করেন। আমিন।

দেশীয় সংবাদ

কাদিয়ান শরীফ ঃ—(১) সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ (আইঃ) খোদাতা'লার কৃপায় বর্ত্তমানে সুস্থ শরীরে আছেন। হজরত উম্মোল মোমেনীন সাহেবা (হজরত মসিহ্‌ মাউদের, আঃ, সহধর্ম্মিনী) সুস্থ আছেন, এবং হাফিজ মির্জা নাসির আহ্‌মদ, মৌলবী ফাজেল, বি-এ, সাহেবের স্ত্রী ও তাঁহার সদ্যজাত পুত্র সন্তান খোদাতা'লার মহিমায় সুস্থ আছেন। যাহা হউক বঙ্গীয় আহ্‌মদী ভ্রাতাগণের উচিত যেন তাহারা সকলে খোদাতা'লার দরগাহে তাঁহাদের সকলের

স্বাস্থ্যলাভ ও দীর্ঘজীবি হইবার জন্য সতত দোয়া করেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তজ্জন্য যথোচিত পুরস্কৃত করিবেন।

(২) ইদানিং জানা গিয়াছে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর খান্‌বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁ সাহেব এম-এ, বি-টি, ২৩শে এপ্রিল কাদিয়ান শরীফ হইতে রওয়ানা হইবেন ও দুই এক দিন কলিকাতা অবস্থানের পর চলিত মাসের শেষ পর্য্যন্ত ঢাকায় পৌছিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহার সহায় হউন—আমীন!

'তবলীগ-ডে':—এবার নিখিল আহ্‌মদী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৪ঠা এপ্রিল 'তবলীগ' দিবস ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ দিবস পৃথিবীর সকল স্থানের আহ্‌মদিগণই যথা সম্ভব দৈনন্দিন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'তবলীগ' বা প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইস্‌লামের শান্তিবাণী হিন্দু, বৃদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল অমোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ভাষায় হেণ্ডবিল, ইস্তাহার ও পুস্তিকাদি প্রকাশ ও বিতরণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতির সাহায্যেও ইস্‌লামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এযাবৎ যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সকল স্থানেই খোদাতা'লার ফজলে কৃতকার্য্যতার সহিত প্রচার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

তবে সত্য ও মিথ্যা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে দ্বন্দ অহরহঃ চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে, কাজেই যেখানেই আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইস্‌লামের শান্তি বাণী প্রচার করিতে প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহাতে বাধা প্রদানে বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক রহ্‌মান রহিম খোদাতা'লা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে

تیرے تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہونچاؤنگا

অর্থাৎ তিনি হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতা দুনিয়ার কোনে কোনে পৌঁছাইবেন। ইহারই ফলে আজ সকল স্থানের আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ এ যুগের কল্কি অবতার হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতা প্রচার করিতে সফলকাম হইয়াছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদের সকল প্রতিবন্ধক সত্বেও তাঁহার সত্যতা প্রচারিত হইতেছে। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যে এই সত্য প্রচারে রোধ করিতে পারে। যাহারাই বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইহার সম্মুখীন হইবে তাহারাই স্বীয় ধ্বংসের আয়োজন করিয়া প্লেগ্‌, জলজলা ও অন্যান্য স্বর্গীয় শাস্তির নিশান হইবে।

এতদসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আমাদের অমোসলমান ভ্রাতৃগণ সকল স্থলেই শান্তি ও আগ্রহের সহিত প্রকৃত বিষয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন—আমীন!

এই উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে দুইটি পুস্তিকা—'তিনিই আমাদের কৃষ্ণ' পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত, 'অস্পৃশ্যজাতি ও ইসলাম' এবং হেণ্ডবিল—'ভারতের উদ্ধারপর্ব্ব' প্রকাশ করা হইয়াছিল। (ক) প্রথমোক্ত পুস্তিকা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্যতম ভ্রাতা খরমপুর-দেবগ্রাম আঞ্জোমনের (ত্রিপুরা), প্রেসিডেন্ট মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম সাহেব অগ্রিম ৫৲ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। (খ) ইহা ব্যতীত বাঁকুড়া আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট মৌলবী এম, মোহাম্মদ সাহেব বি,এ, তথাকার আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বিতরণ করিয়াছেন এবং এইরূপে এযুগের কল্কি অবতার হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) আগমন সংবাদ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে যথোচিত ভাবে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

প্রচার কার্য্য:—(১) বঙ্গদেশে তবলীগ ডে, উপলক্ষে এযাবৎ আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তন্মধ্যে ঢাকা, সিউরী (বীরভূম) বাকুড়া ও বগুড়া উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকস্থানেই আহ্‌মদিগণ প্রাণপনে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বগুড়ায় এই উপলক্ষে একটি সভারও আয়োজন করা হইয়াছিল এবং মৌলানা জিল্লুর রহ্‌মান সাহেব উক্ত সভায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত হিন্দু ভদ্রমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন।

(২) সৈয়দপুর, জেলা রঙ্গপুর, নিউ মিউজিকেল হলে একটি সভার আয়োজন করা হয় এবং মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব মোবাল্লেগ বগুড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উক্ত সভায় 'ভারতের উদ্ধার' বিষয়ে জন সাধারনের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতার সবিশেষ প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি জলপাইগুড়ি রওয়ানা হইয়া যান।

(৩) কৃষ্ণগরে (নদীয়া) মৌলবী হাফিজউল্লাহ্‌ সাহেব ও বিরামপুরে (মুর্শিদাবাদ) মৌলবী আজিজউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং বক্তৃতাদ্বারা ও ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া প্রচার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিতেছেন। ইদানিং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বিরামপুরে সর্ব্বপ্রথম বাৎসরিক জলসা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন স্থানের আহ্‌মদী

ভ্রাতাভগিনিগণ ব্যতীত বহু হিন্দু ও গয়ের আহমদী মোসলমান ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের সহায় হউন, আমীন্!

দরসোল-কোরান—(ক) ব্যক্তিগত ভাবে প্রচার কার্য্য ও প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আফিসের কার্য্য কলাপে লিপ্ত থাকা ব্যতীত ঢাকায় মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব, বি, এ, সকালে ও বিকালে কোরান শরীফের দরস দিতেছেন।

(খ) প্রচার কার্য্য ব্যতীত বগুড়ায় অবস্থিতি কালে মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব কোরান শরীফের দরস দিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বেলাকুবায় (জলপাইগুড়ী), দরস দিতেছেন।

ঢাকায় আন্‌সারুল্লাহ্‌:—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমানের সেক্রেটারীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবার ঢাকার আন্‌সারুল্লাহ্‌র মেম্বারগণ ঢাকা জিলাস্থিত লাঙ্গলবন্দের সুপরিচিত মেলা ও ঢাকেশ্বরী মেলা উপলক্ষে বর্ত্তমান যুগের অবতার হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)এর আগমন বার্ত্তা জন সাধারণের গোচরিভূত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমোল্লিখিত মেলায় আগত শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট যুগবার্ত্তা পৌঁছাইতে যতরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে তাহা ঢাকার আন্‌সারুল্লাহ্‌র মেম্বারগণ অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং আনন্দের সহিত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এতদোপলক্ষে ১৫০০০৲ পনর হাজারের অধিক সংখ্যক ইস্তাহার বিতরণ করিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজকে ইস্তাহার ও বাচনিকভাবে আহ্‌মদীয়াত বা প্রকৃত ইসলামের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। অনেকেই এবিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া আহ্‌মদীয়াতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহায্য করুন, আমীন।

অনুকরণীয়ঃ—আমরা ইদানিং সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি যে খরমপুর-দেবগ্রাম আঞ্জোমনের ১৯৩৬—১৯৩৭ ইং সনের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথাকার সেক্রেটারী মিঃ আবদুল মালেক খাদিম তাহাদের হিসাব অডিট করাইবার জন্য জানাইয়াছেন। অন্যান্য আঞ্জোমনের সদস্যগণও এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চাঁদার হিসাব প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইবেন।

প্রাপ্তি সংবাদ

বর্ত্তমান মাসে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে আহ্‌মদীর বার্ষিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। যেজাহুমুল্লাহ্‌ আহ্‌সানুল যেজা। আশা করি অন্যান্য বন্ধুগণও তাঁহাদের চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গত ডিসেম্বর মাসে সকল গ্রাহক গ্রাহিকাগণেরই চাঁদার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে সুতরাং তাঁহারা সত্বর চলতি বৎরের চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

১। মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম সাহেব,—খড়মপুর;
২। মৌলবী আবুল আসেম খান্ চৌধুরী সাহেব,—নাটোর;
৩। মৌলবী মজিরুদ্দিন আহমদ সাহেব,—ক্রোড়া;
৪। মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব,—চরকাউনা;
৫। মৌলবী এফ, রহমান পহ্‌লওয়ান সাহেব,—গিলাবাড়ী;
৬। মৌলবী ফজলুল করীম সাহেব,—পটুয়াখালী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা 'আহ্‌মদীর' গ্রাহক গ্রাহিকাগণের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে যে তাঁহাদের প্রথম বর্ষের চাঁদার মেয়াদ গত ১৯৩৬ ইং ডিসেম্বর মাসে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং গত জানুয়ারী মাস হইতে তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা প্রাপ্য হইয়াছে। অতএব অনুরোধ যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার,—আহ্‌মদী কার্য্যালয়;
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

এপ্রিল, ১৯৩৭ | সপ্তম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

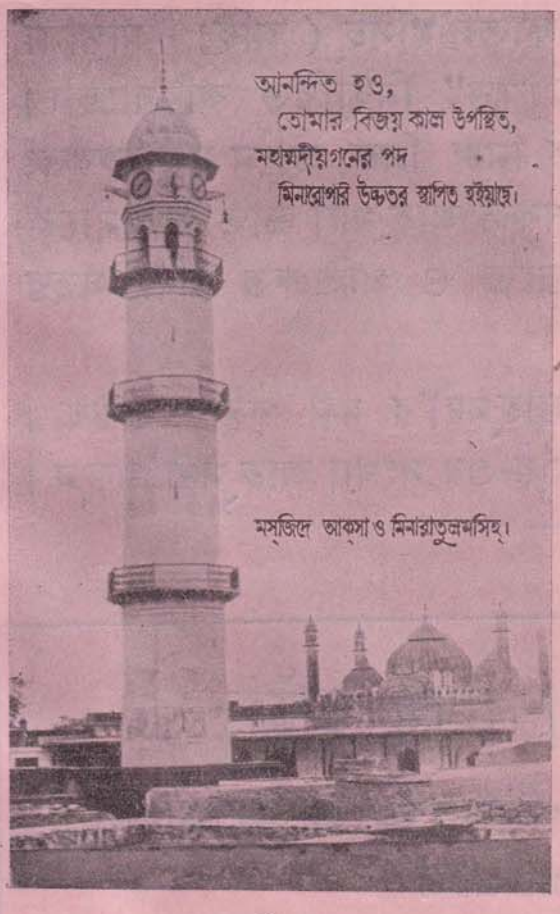

(কাদিয়ান)

প্রবন্ধ সূচী

দোয়া ৭৭
হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্‌র আদেশ ৭৮
রোজা ও জল্‌সা ... ... ৭৯—৮২
তাহ্‌রিক জদীদের ১৯টি আদেশ ... ৮৩
ধর্ম্মই নৈতিক ও ঐহিক উন্নতি লাভের উপায় ৮৪—৮৮
হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অমৃত বাণী ... ৮৯—৯০
কাদিয়ানে নারী জাগরণ ... ... ৯০—৯২
হাদীসের যৎকিঞ্চিৎ ৯২
বেহেস্তী জমাত (কবিতা) ৯৩
আহ্‌মদীর মন্তব্য ... ... ৯৪—৯৫
জগৎ আমাদের ... ... ৯৬—৯৮
বিদেশীয় সংবাদ :—দক্ষিণ আমেরিকা, ইটালী, পশ্চিম আফ্রিকা।
দেশীয় সংবাদ :—কাদিয়ান শরীফ, তবলীগ 'ডে', প্রচারকার্য্য, দরসুল-কোরান, ঢাকায় আনসারুল্লাহ, অনুকরণীয়, প্রাপ্তি সংবাদ।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ১৷৷০ | প্রতি সংখ্যা ৵০

সুসংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফিজ মির্জা নাসির আহমদ সাহেব মৌলবী ফাজেল, বি-এ, এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখ পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার এই প্রথম সন্তানকে দীর্ঘজীবি করিয়া ইহ-পরকালের উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিতে তৌফিক দিন, আমীন!

তাহ্‌রিক জদীদ "ডে"

৩০শে মে, ১৯৩৭,

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) আগামী ৩০শে মে, রবিবার, তাহ্‌রিক জদীদ "ডে" নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উক্ত দিবস প্রত্যেক আহ্‌মদী জমাত নিজ নিজ স্থানে সভা করতঃ তাহ্‌রিক জদীদের ১৯টি মোতালেবা সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগিনীকে বুঝাইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ও প্রতিশ্রুত চাঁদা সত্বর আদায় করিতে উপদেশ দিবেন।

১৯টি মোতালেবা এই সংখ্যা 'আহ্‌মদী'র ৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত জানিবার জন্য ১৯৩৬ইং ১ম-২য়-৩য় সংখ্যা আহ্‌মদী পড়ুন।

আফ্রীকায় আহ্‌মদীয়া মিশন হাউস্‌

ব্যয়—১৫,৫০০, সাড়ে পনর হাজার টাকা

বিস্তারিত ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশী বাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব পর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে ঃ—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teaching ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as.*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. B. L. from 15, Bakshi Bazar Road, Dacca. (Bengal).